স্মার্ট শিক্ষা
স্মার্ট বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩

১৪৩০ বঙ্গাব্দ

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শিক্ষা ভবন (২য় ব্লক), ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা ১০০০
ওয়েবসাইট : www.eedmoe.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২৩

উপদেষ্টা
জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার
প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

সম্পাদনা পরিষদ

ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	আহ্বায়ক
আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য
মোঃ মীর মুয়াজ্জেম হুসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	সদস্য
ইফতেখার উদ্দিন আহাম্মদ, প্রোগ্রামার	সদস্য
মোঃ আবু ছায়িদ চৌধুরী, উপপরিচালক-অর্থ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	সদস্য
মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	সদস্য
মোঃ খালিদ হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	সদস্য
নূর নবী মোস্তফা, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	সদস্য
মোঃ ইমরান হোসাইন খান, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	সদস্য
মোহাম্মদ এমদাদুল হক, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	সদস্য
গোপাল চন্দ্র সাহা, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	সদস্য

প্রচ্ছদ
ফরিদী নুমান

অলংকরণ
সজীব ওয়ার্সী
ফাহিমা ইসলাম লিরা

বর্ণবিন্যাস
জুয়েল রানা

প্রকাশনায়
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি)
শিক্ষা ভবন (২য় ব্লক)
১৬, নবাব আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

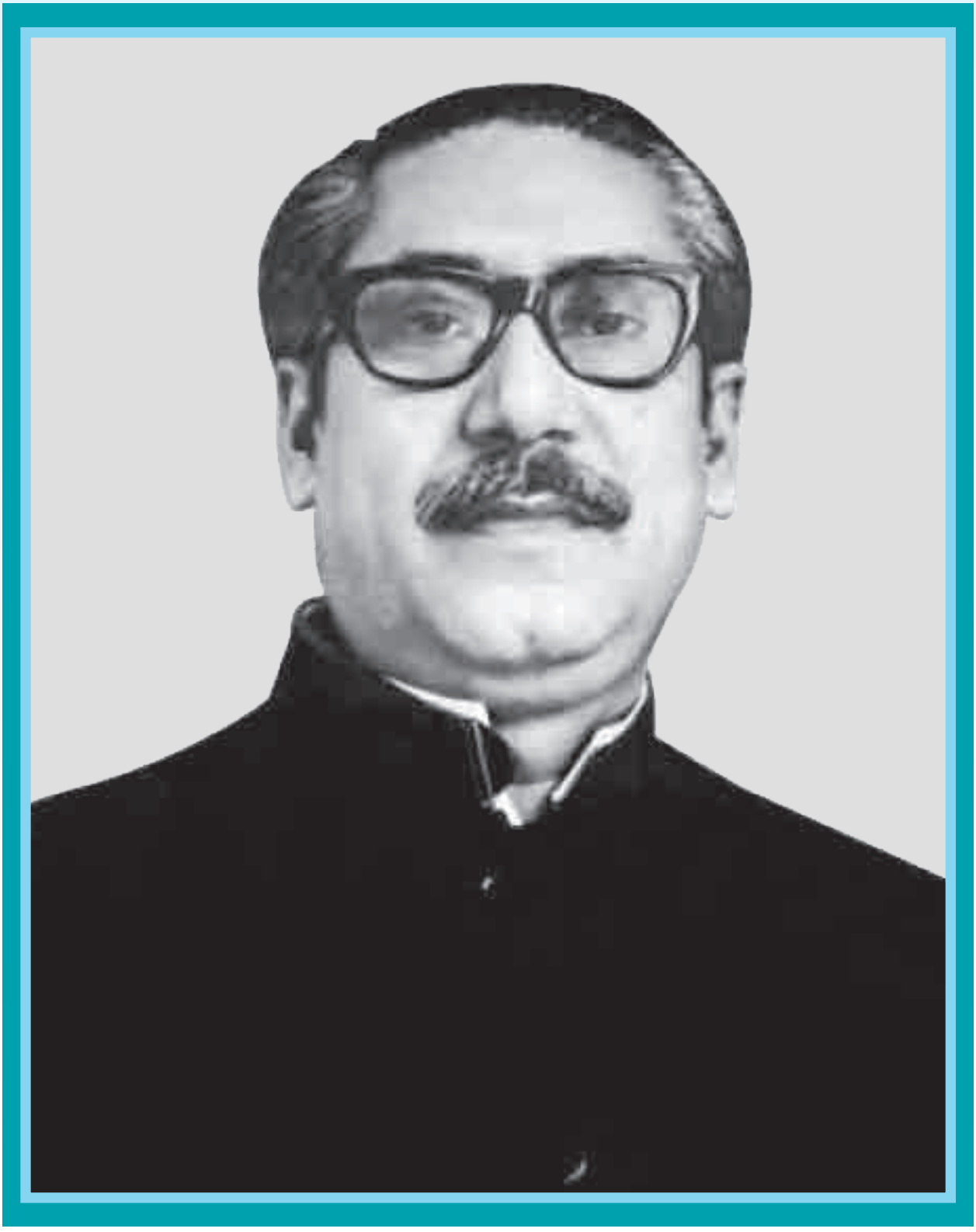

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বিশ্বের চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পৃথিবী ব্যাপী মানুষের জীবন ও জীবিকায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন বয়ে এনেছে। এ পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য আমাদের শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা অবকাঠামো খাতের আধুনিকায়ন আবশ্যক। আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেই আগামীর পৃথিবীতে টিকে থাকতে হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নে বিগত দিনের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নে নীরব বিপ্লব সাধন করেছে। এ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমকে প্রতিফলিত করে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিরক্ষরমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। এ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করতে তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষাকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি জানতেন মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিকল্প নেই। এ উপলব্ধি থেকেই তিনি বলেছিলেন, 'সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না।'

এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মানসম্মত শিক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে 'রূপকল্প- ২০৪১' ঘোষণা করেছেন। এ অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে SDG-4 ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি দক্ষ প্রজন্ম গড়ে তুলতে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্মত শিক্ষা অপরিহার্য। এটি অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের মতো একটি উদীয়মান অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ।

এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুবিধা নিতে নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রমে অজানাকে জানার সঙ্গে সঙ্গে পছন্দসই জীবিকার জন্য কাম্য দক্ষতা অর্জন ও সুনাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে যোগ্যতা লাভের জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করে রাষ্ট্র-উন্নয়নে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তি গড়ে তোলার উপযোগী করে বর্তমান শিক্ষাক্রম বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বের সাথে সংগতি রেখে নতুন প্রজন্মকে প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন উপযুক্ত মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা অবকাঠামো আবশ্যক। এ বাস্তবতা বিবেচনায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশব্যাপী আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত দৃষ্টিনন্দন, টেকসই, জলবায়ু সহিষ্ণু ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এ সকল শিক্ষা অবকাঠামো শিক্ষার্থীদের জন্য একটি উন্নত ও অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করছে।

২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত শেখ হাসিনা সরকারের তিন মেয়াদে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় নির্মিত ১০৬,৯৭৮টি শ্রেণিকক্ষে ৫৩,৪৮,৯০০ জন শিক্ষার্থীর আধুনিক ও উন্নত পরিবেশে পাঠগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ভবনসমূহে সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নসহ তাদের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. দীপু মনি, এমপি

উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক, কর্মমুখী ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং 'স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে গুরুত্বারোপ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় নেতৃত্বে বিগত ১৫ বছরে শিক্ষা অবকাঠামোসহ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন প্রজন্মকে সক্ষম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষ করে গড়ে তুলতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা নির্ভর শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা সংবলিত শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশব্যাপী মানসম্মত ও উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করে চলেছে এবং এক্ষেত্রে বিস্ময়কর সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ভবনসমূহ টেকসই, নান্দনিক এবং বর্তমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সাথে এ ভবনসমূহ উপকূলীয় এবং দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রমসমূহ সর্বসাধারণের নিকট সুস্পষ্ট হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ঈর্ষণীয় সাফল্য এবং এপিএ বাস্তবায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম নিয়ে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

যে-কোনো আধুনিক সমাজব্যবস্থার প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে শিক্ষা। মানব সভ্যতার প্রসার এবং মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশের ফলে মানুষের জীবনব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই সামগ্রিক বৈশ্বিক আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা দর্শনের আলোকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ একটি অভিযোজনক্ষম প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও দেশীয় বাস্তবতায় একটি সংবেদনশীল প্রজন্ম গড়ে তুলে অংশগ্রহণমূলক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০' বাস্তবায়নের জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এটি সর্বজনবিদিত যে, শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিতে শিক্ষক ও শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা অবকাঠামোর ভূমিকা অপরিসীম।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের জন্য যুগোপযোগী, মানসম্মত পরিবেশবান্ধব, জলবায়ু সহিষ্ণু এবং দৃষ্টিনন্দন শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ করে চলেছে। ২০০৯ থেকে গত ১৫ বছরে বর্তমান সরকারের মেয়াদে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষা অবকাঠামো খাতে যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ভবনসমূহ অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন এবং শ্রেণিকক্ষসমূহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভবনসমূহে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প এবং সহায়ক টয়লেট রয়েছে। নির্মিত ভবনসমূহে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া সুবিধা রয়েছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সার্বিক কার্যক্রম প্রতিফলিত করে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সোলেমান খান

সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম সংবলিত 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানসম্মত শিক্ষা ব্যতীত টিকে থাকা কঠিন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন প্রজন্মকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকল নাগরিকের জন্য মানসম্মত শিক্ষার সাথে সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা তথা কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা তাকাবো এমন এক পৃথিবীর দিকে, যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টির ক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য এক শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম।'

বর্তমান সরকারের সময় কারিগরি শিক্ষার বিকাশে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার বৃদ্ধিকরাসহ কারিগরি শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসহ কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধমে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে একাধিক বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত শিক্ষা অবকাঠামোসমূহ দৃষ্টিনন্দন, টেকসই ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত।

পরিশেষে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. ফরিদ উদ্দিন আহমদ

প্রধান প্রকৌশলী
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার ৫২ বছর পূর্তিতে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁরই নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে তৎকালীন ডিপিআই (Directorate of Public Instructions)-এর অধীনে একটি প্রকৌশল ইউনিট গঠনের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত ও পুনঃনির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। কালক্রমে সেই ক্ষুদ্র প্রকৌশল ইউনিটটি আজ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকৌশল সংস্থা। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে ৯টি সার্কেল ও ৬৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৯৪টি উপসহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ তথা উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মানসম্মত আধুনিক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণের জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণসহ নাগরিকদের জন্য মানসম্মত উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শনের আলোকে পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন ও জীবিকার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি অভিযোজনক্ষম, সুশিক্ষিত, মেধাভিত্তিক ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে গুরুত্বারোপ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের আলোকে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা আবশ্যক। আর মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন মানসম্মত শিক্ষা অবকাঠামো। এ লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশব্যাপী অসংখ্য নান্দনিক, টেকসই, জলবায়ু সহিষ্ণু ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ করে চলেছে।

গত ১৫ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ৪১টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৯৭৮টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে ৫৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯০০ জন শিক্ষার্থীর আধুনিক ও উন্নত পরিবেশে পাঠগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে এ সময়ের মধ্যে ১৩ হাজার ৪২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (সরকারি-বেসরকারি) মোট ২ হাজার ৭৫৮ কোটি টাকার মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। গত ১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১ হাজার ২৫৯টি ভবন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একযোগে উদ্বোধন করেন। একই দিনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি ৪৭০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারিত ভবন একযোগে উদ্বোধন করেন। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সর্বস্তরের প্রকৌশলী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের কারণে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

দেশের প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য জানার সাংবিধানিক অধিকার সমুন্নত রাখার প্রয়াসে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সাথে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশ করছে।

সবশেষে সম্পাদনা পরিষদসহ 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষা খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসুরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং নানাবিধ উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষা অবকাঠামো খাতের উন্নয়নকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উন্নীত করার লক্ষ্যে এ খাতের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী পরিকল্পনায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর 'স্মার্ট এডুকেশন' নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী টেকসই, আধুনিক, পরিবেশবান্ধব, জলবায়ু সহিষ্ণু ও দৃষ্টিনন্দন শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের ঐকান্তিক উদ্যোগ, সার্বিক দিক-নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথমবারের মতো শিক্ষা প্রকৌশল খাতে সার্বিক অগ্রগতি, সাফল্য, উন্নয়নমূলক ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয়, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয় এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় বাণী দিয়ে প্রতিবেদনটিকে ঋদ্ধ করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি পূর্ণপ্রাণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রতিবেদন সম্পাদন কর্মের সাথে যুক্ত সদস্যবৃন্দ, প্রধান কার্যালয়ের সম্মানিত সহকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতায় এ প্রতিবেদন প্রণয়ন সহজসাধ্য এবং সম্ভব হয়েছে– তাঁদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

স্বল্প সময়ে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করায় শব্দ চয়ন, বাক্যগঠন এবং মুদ্রণজনিত কোনো ভুলত্রুটি থাকলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। পরিশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি।

ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. প্রথম অধ্যায়	
১.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সূচনা:	২৩
❖ ১.২ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	২৩
❖ ১.৩ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ভিশন ওমিশন	২৬
❖ ১.৪ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধিক্ষেত্র	২৬
❖ ১.৫ সাম্প্রতিক অর্জন	২৭
❖ ১.৬ কর্মবণ্টন	২৮
❖ ১.৭ ফোকাল পয়েণ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ	৪৩
❖ ১.৮ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৪৪
❖ ১.৯ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিবেদন প্রকাশের পটভূমি	৪৪
২. দ্বিতীয় অধ্যায়	
❖ ২.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও বর্তমান জনবল	৪৬
৩. তৃতীয় অধ্যায়	
❖ ৩.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগের তথ্য	৪৭
❖ ৩.২ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য	৪৭
❖ ৩.৩ ঠিকাদার তালিকাভূক্তি	৪৮
❖ ৩.৪ পেনশন	৪৮
❖ ৩.৫ মামলা সংক্রান্ত তথ্য	৪৮
৪. চতুর্থ অধ্যায়	
❖ ৪.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)	৪৯
❖ ৪.২ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)	৪৯
৫. পঞ্চম অধ্যায়	
❖ ৫.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	৫০
❖ ৫.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন/সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তথ্য	৫২
❖ ৫.৩ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন/সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:	৫২
❖ ৫.৪ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে প্রকল্পসমূহ	৬০
❖ ৫.৫ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে প্রকল্পসমূহ	৬৫
❖ ৫.৬ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় প্রকল্পসমূহ	৬৭
❖ ৫.৭ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় প্রকল্পসমূহ	৬৭
❖ ৫.৮ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় প্রকল্পসমূহ	৭১
❖ ৫.৯ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের সার-সংক্ষেপ	৭২
৬. ষষ্ঠ অধ্যায়	
❖ ৬.১ সম্প্রতি অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব	৭৩
❖ ৬.২ সম্প্রতি প্রস্তাবিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প	৭৩
❖ ৬.৩ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালকগণ	৭৩
৭. সপ্তম অধ্যায়	
❖ ৭.১ পরিচালন বাজেটের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ/সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহ	৭৪

বিষয়	পৃষ্ঠা

৮. অষ্টম অধ্যায়

- ❖ ৮.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন ৭৭

৯. নবম অধ্যায়

- ❖ ৯.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন ৭৯
- ❖ ৯.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ৮০
- ❖ ৯.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩-এর অগ্রগতি ৮০
- ❖ ৯.৪ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ৮২
- ❖ ৯.৫ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মূল্যায়ন প্রতিবেদন ৮২
- ❖ ৯.৬ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) ৮৩
- ❖ ৯.৭ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (২০২২-২০২৩ অর্থবছর) ৮৩
- ❖ ৯.৮ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ৮৪
- ❖ ৯.৯ তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মূল্যায়ন প্রতিবেদন ৮৪
- ❖ ৯.১০ ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন ৮৫
- ❖ ৯.১১ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কার্যক্রম (২০২২-২০২৩ অর্থবছর) ৮৬
- ❖ ৯.১২ পার্সোনাল ইনফর্মেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ৮৭
- ❖ ৯.১৩ তথ্য বাতায়ন ৮৮

১০. দশম অধ্যায়

- ❖ ১০.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও কর্মশালা ৮৯
- ❖ ১০.২ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি ৮৯
- ❖ ১০.৩ ইনহাউজ প্রশিক্ষণ ৮৯
- ❖ ১০.৪ কর্মশালা ৯০
- ❖ ১০.৫ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা: ৯১
- ❖ **১০.৬ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা** ৯২

১১. একাদশ অধ্যায়

- ❖ ১১.১ ই-জিপি সিস্টেমে ক্রয়কার্য ৯৫
- ❖ ১১.২ ডি-নথি সিস্টেম ৯৬
- ❖ ১১.৩ প্রধান কার্যালয়ে ইন্টারনেট ৯৭
- ❖ ১১.৪ SMART BANGLADESH ৯৯
- ❖ ১১.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ১০০

১২. দ্বাদশ অধ্যায়

- ❖ ১২.১ জাতীয় শোক দিবস উদযাপন ১০১
- ❖ ১২.২ শেখ রাসেল দিবস উদযাপন ১০২
- ❖ ১২.৩ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উদযাপন ১০৩
- ❖ ১২.৪ মহান বিজয় দিবস উদযাপন ১০৪
- ❖ ১২.৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন ১০৫
- ❖ ১২.৬ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও শিশু দিবস ১০৬
- ❖ ১২.৭ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ১০৭

১৩. ত্রয়োদশ অধ্যায়

- ❖ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সম্পর্কে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত রির্পোট ১০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা

১৪. চর্তুদশ অধ্যায়

- ১৪.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর ভূমিকা ১১৯
- ১৪.২ বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত কাজের ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ১২২
- ১৪.৩ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর যুগে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়তে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ১২৩
- ১৪.৪ একুশ শতকের বাংলাদেশ: সমৃদ্ধ উন্নত ও টেকসই বাংলাদেশ ১২৭

১৫. পঞ্চদশ অধ্যায়

- ১৫.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রথম ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ইইডি বুলেটিন' প্রকাশনা ১৩৪
- ১৫.২ শিক্ষা প্রকৌশল অদিদপ্তরের নতুন দিগন্তঃ মাসিক সমন্বয় সভা ১৩৫

১৬. ষোড়শ অধ্যায়

- **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক একযোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন উদ্বোধন** ১৩৬

১৭. সপ্তদশ অধ্যায়

আলোকচিত্রে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম: ১৩৮-১৫৬

প্রথম অধ্যায়

১.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সূচনা

স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃনির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং সেল গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ডিপিআই (Directorate of Public Instructions)-এর অধীনে একটি প্রকৌশল ইউনিট গঠনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত ও পুনঃনির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট নামে একটি প্রকৌশল ডিপার্টমেন্ট সৃজন করা (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আদেশ বলে) হয়। ১৯৮৬ সালে ৫৭১ জন জনবল নিয়ে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট নামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকৌশল অধিদপ্তর গঠন করা হয়। ২০০২ সালে এ অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে 'শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর' নামকরণ করা হয়। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ০৯টি সার্কেল ও ৬৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৯৪টি উপসহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বর্তমান জনবল ৩১৭৪ জন।

১.২ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া, এ অধিদপ্তর নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সার্ভে ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কার্যালয়ের নির্মাণকাজও সম্পাদন করে থাকে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে নির্মিত ভবনসমূহে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক টয়লেট, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প ও সহায়ক টয়লেট রয়েছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি বিবেচনায় অঞ্চলভেদে নির্মিত পরিবেশ উপযোগী ও জলবায়ু সহিষ্ণু শিক্ষা ভবনসমূহে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশুদ্ধ সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার জন্য বজ্রপাত নিরোধকের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশব্যাপী নির্মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোসমূহে একই রকম সুবিধা থাকায় শহর ও গ্রামের শিক্ষার পরিবেশের সমতা স্থাপিত হয়েছে। ফলে, নিরাপদ ও উন্নত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের পথ সুগম হয়েছে। শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে, SDG-4 এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সকল দরপত্র ইজিপি'র মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এর ফলে ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে, দরপত্র কার্যক্রম অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক হচ্ছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে অধিক সংখ্যক ঠিকাদারের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে। এছাড়াও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে সদা তৎপর থাকে। এ লক্ষ্যে নির্মাণকাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত Local Supervision Committee নির্মাণকাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন।

উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের হালনাগাদ তথ্য খুব সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক উপজেলাভিত্তিক সারা দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক/কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য, প্রতিষ্ঠানের ভূমি সংক্রান্ত তথ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য ও আসবাবপত্রের তথ্য সংবলিত একটি অনলাইন ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে।

ডাটাবেইজটি **'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য'** নামে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হচ্ছে।

- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর জেলায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ জেলায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝিনাইদহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টাঙ্গাইল জেলায় মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন অন্যতম।
- এছাড়া, ২০টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ তৎকালীন বিদ্যমান ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আধুনিকায়ন করা হয়। বর্তমানে ২৩টি জেলায় ২৩টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প চলমান রয়েছে। ইতঃপূর্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ইইডি কর্তৃক স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে রংপুর, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় সদরে ৪টি নতুন মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
- বরিশাল, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইত্যাদি নির্মাণকাজ ইইডি কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও, নড়াইল ও খাগড়াছড়িতে ৪টি নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
- চট্টগ্রাম, সিলেট, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড-এর ভৌত অবকাঠামো ইইডি কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।
- বর্তমানে ১০০টি উপজেলার প্রতিটিতে ১টি করে নতুন টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিএসসি) স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও আরো ৩২৯টি উপজেলার প্রতিটিতে ১টি করে নতুন টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিএসসি) স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- সারাদেশের বিদ্যমান ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিএসসি)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে।
- শতবর্ষী ৭০টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজের ২৬টি ১০তলা ভবনসহ মোট ২১৯টি বিভিন্ন প্রকারের স্থাপনা নির্মিত হয়েছে।
- তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকায় ৪৭টি ৮তলা ভবনসহ সারাদেশে ১৬০৬টি কলেজে আইসিটি ভবন ইইডি কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ঢাকা শহরে ১১টি সরকারি স্কুল ও ৭টি সরকারি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত খুলনা, বরিশাল ও সিলেট শহরে ৭টি নতুন সরকারি স্কুল স্থাপন করা হয়েছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে ইতঃপূর্বে ১০০০টি মাদ্রাসায় ইইডি কর্তৃক ভবন নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে চলমান একটি প্রকল্পের অধীনে আরও ১৮০০টি মাদ্রাসায় ৪তলা আধুনিক ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।
- নির্বাচিত ২০০টি সরকারি কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। এছাড়াও নির্বাচিত ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে।
- ঢাকা মহানগরীর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি স্কুল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।
- চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, মৌলভীবাজার ও জয়পুরহাট জেলায় ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।
- উপর্যুক্ত শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় প্রতিবছর রাজস্ব খাতের আওতায় প্রায় ২০০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ/বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ এবং ৩০০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ভবনের মেরামত ও সংস্কার করা হয়। অন্যান্য আরও কয়েকটি প্রকল্পের অধীনে ইইডি কর্তৃক সারাদেশে প্রায় ১৫০০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মিত হয়েছে।

শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক '৬-দফা'র ঘোষণাস্থল চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে '৬-দফা'র অনুলিপি ও '৬-দফা' সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পোস্টারযুক্ত ছবিসহ একটি মুক্তমঞ্চ নির্মাণ করেছে। লালদিঘি ময়দানের চারপাশে বিদ্যমান সীমানা প্রাচীরে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন

থেকে শুরু করে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ছবিযুক্ত টেরাকোটা স্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে ময়দানের চারদিকে সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। চাঁদপুর সরকারি কলেজ ভবনের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শহিদ মিনার, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, মুক্তিযুদ্ধ কর্নার/বঙ্গবন্ধু কর্নার নির্মাণ করা হয়েছে।

বর্তমানে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের ৭৭ হাজার ২ শত ১৫ কোটি টাকা মূল্যের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্প ১৮টি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ৮টি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ৮টি, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ২টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ৩টি প্রকল্প রয়েছে।
২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সরকারের তিন মেয়াদে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাবিভাগের অধীনে ১২,৩৭১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৮৫,৪৬০টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ৪২,৭৩,০০০ জন শিক্ষার্থীর পাঠগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে ১৭১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১০,১৫৪টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ৫,০৭,৭০০ জন শিক্ষার্থীর পাঠগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিচালন বাজেটের আওতায় ১৩,১০১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১১,৩৬৪টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ৫,৬৮,২০০ জন শিক্ষার্থীর পাঠগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে নির্মিত ১০৬,৯৭৮টি শ্রেণিকক্ষে ৫৩,৪৮,৯০০ জন শিক্ষার্থীর আধুনিক ও উন্নত পরিবেশে পাঠগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১২৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে পিএসসি'র মাধ্যমে ৯ম গ্রেডভুক্ত সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে ৬৫ জন, ১০ম গ্রেডভুক্ত উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে ২১৩ জন এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ১১-১৬ গ্রেডের বিভিন্ন পদে ৪৮০ জন ও ২০তম গ্রেডে ৪৯৬ জন কর্মচারী নিয়োগ লাভ করে। এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পদের পদোন্নতিজনিত শূন্যপদে ৯৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পেনশন প্রদান করা হয়। এছাড়া, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১২৫৪টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করা হয়।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এপিএ বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে প্রথম স্থান এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। এছাড়া, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক দেশব্যাপী নির্মিত আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ভবনসমূহ শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সর্বমহল কর্তৃক ভূয়সী প্রশংসিত হচ্ছে।

১.৩ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন

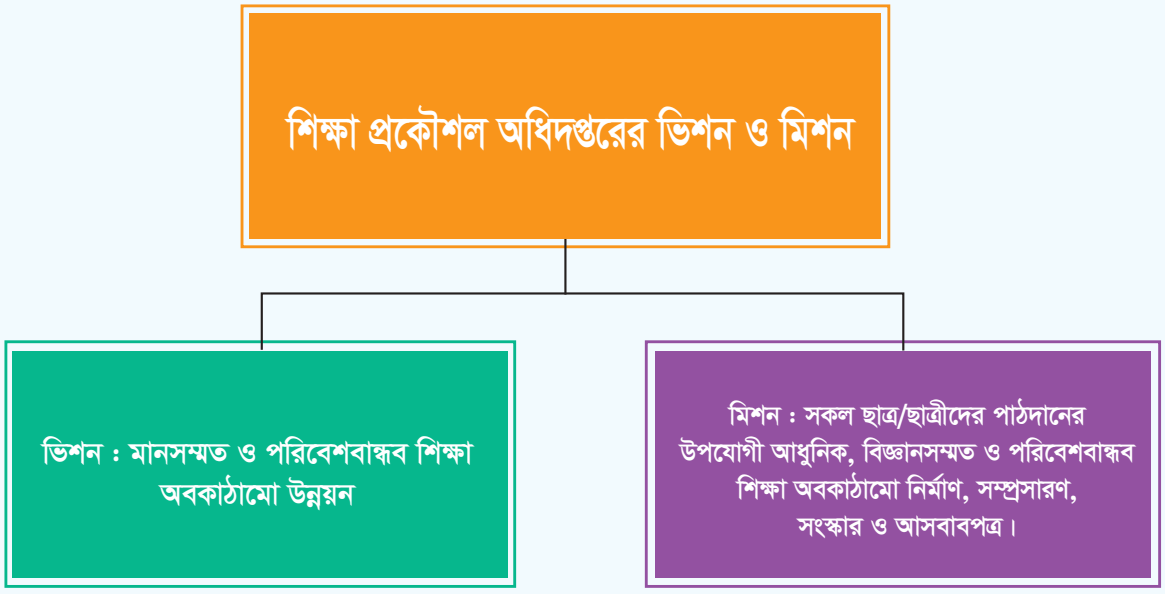

১.৪ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কাজের অধিক্ষেত্র

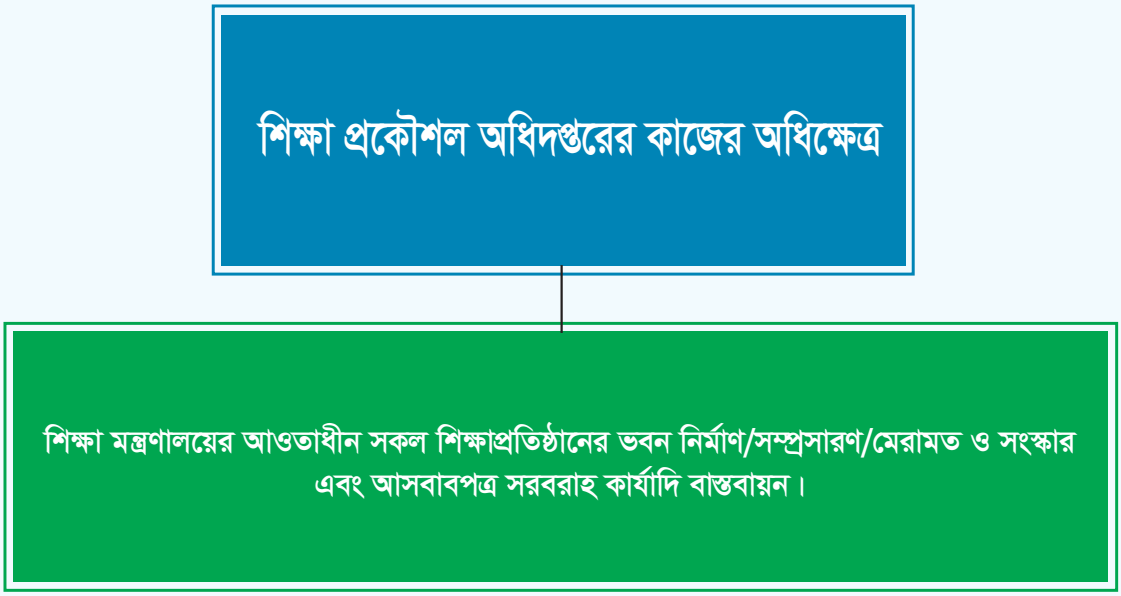

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও বর্তমান জনবল

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট জনবল ৩১৭৪ জন। নতুন পদসৃজন, পদোন্নতি এবং অবসরজনিত কারণে শূন্যপদসমূহে জনবল নিয়োগ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ১২৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়। বর্তমানে যেসকল পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে তার বিবরণ নিম্নরূপ :

৯ম গ্রেড : সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-০৭টি, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)-৪৬টি, সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)-০১টি, সহকারী প্রকৌশলী (মেইনটেন্যান্স)-০১টি, আইন কর্মকর্তা-০১টি, সহকারী প্রোগ্রামার-০২টি, সহকারী স্থপতি-০১টিসহ মোট ৫৯টি পদে জনবল নিয়োগের জন্য পিএসসিতে অধিযাচনপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১০ গ্রেড : উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-৩৯টি, উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)-৮৪টি, উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)-০২টি, ড্রাফটসম্যান-২৬টি, এস্টিমেটর-০৩টিসহ মোট ১৫৪টি পদে জনবল নিয়োগের জন্য পিএসসিতে অধিযাচনপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

চলমান নিয়োগ কার্যক্রম

১১-১৬ গ্রেড : ১১-১৬ গ্রেডের বিভিন্ন পদে ৬৩৮ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগকৃতদের মধ্যে ৪৮০ জন যোগদান করেন। বর্তমানে কর্মরত আছেন ৩৪৭ জন।

২০ গ্রেড : ২০ গ্রেডভুক্ত অফিস সহায়ক ও নিরাপত্তা প্রহরী পদে সম্প্রতি ৪৯১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। যোগদান করেন ৩৮২ জন। বর্তমানে কর্মরত আছেন ৩৩৭ জন।

* সম্প্রতি : ১১-১৬ গ্রেডের ৫১৩টি শূন্যপদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ বিভাগ হতে ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগের তথ্য

ইতঃপূর্বে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মোট জনবল ছিল ১৩২৭ জন। ২০১৯ সালে বিদ্যমান জনবলের সাথে রাজস্ব খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৮৪৭টি পদ যুক্ত হয়ে মোট জনবল দাঁড়ায় ৩১৭৪ জন। ফলে, নতুন সৃজিত পদসমূহে জনবল নিয়োগের প্রয়োজন হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ১২৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়, যার তথ্য নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট পদ
১.	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৬৫
২.	উপসহকারী প্রকৌশলী	২১৩
৩.	১১-১৬ গ্রেড	৪৮০
৪.	২০ গ্রেড	৪৯৬
	সর্বমোট	**১২৫৪**

৩.২ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী পদোন্নতিজনিত শূন্যপদসমূহে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নরূপভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পদোন্নতি প্রদান করা হয় :

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট পদ
১.	প্রধান প্রকৌশলী	১
২.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬
৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	৪
৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)- চলতি দায়িত্ব	৩০
৫.	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	২
৬.	সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১৪
৭.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১২
৮.	হিসাবরক্ষক	৭
৯.	হিসাব সহকারী	৪
১০.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৩
১১.	ক্যাশ সরকার	৭
	সর্বমোট	**১০০**

৩.৩ ঠিকাদার তালিকাভুক্তি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১২৫৪টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করা হয়।

৩.৪ পেনশন প্রদান

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পেনশন প্রদান করা হয়।

৩.৫ মামলা সংক্রান্ত তথ্য

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মোট মামলা সংখ্যা ৫৯টি। বর্তমানে ৩৬টি মামলা চলমান আছে এবং এ পর্যন্ত ২৩টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। মামলাসমূহের শুনানিসহ অন্যান্য তথ্য নির্ধারিত ডাটাবেজে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। মামলার তথ্য ছক নিম্নরূপ :

ক্রম নং	অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান	রিট পিটিশন			আপিল (CMP/CP/CA)			রিভিউ/রিভিশন			কনটেম্পট পিটিশন			প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল সংক্রান্ত			প্রশাসনিক আপিল ট্রাইবুনাল সংক্রান্ত			[illegible]			দেওয়ানী মোকদ্দমা			[illegible]			শ্রম আদালত সংক্রান্ত			মোট		সর্ব মোট
		চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	মোট	চলি.	নি.	
১	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা	১৩	১৪	২৭	১	৪	৫	০	০	০	০	০	০	১	২	৩	০	০	০	০	০	০	১	০	১	০	০	০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	৩৬	২৩	৫৯
মোট		১৩	১৪	২৭	১	৪	৫	০	০	০	০	০	০	১	২	৩	০	০	০	০	০	০	১	০	১	০	০	০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	৩৬	২৩	৫৯

মামলা সংক্রান্ত পাই চার্ট

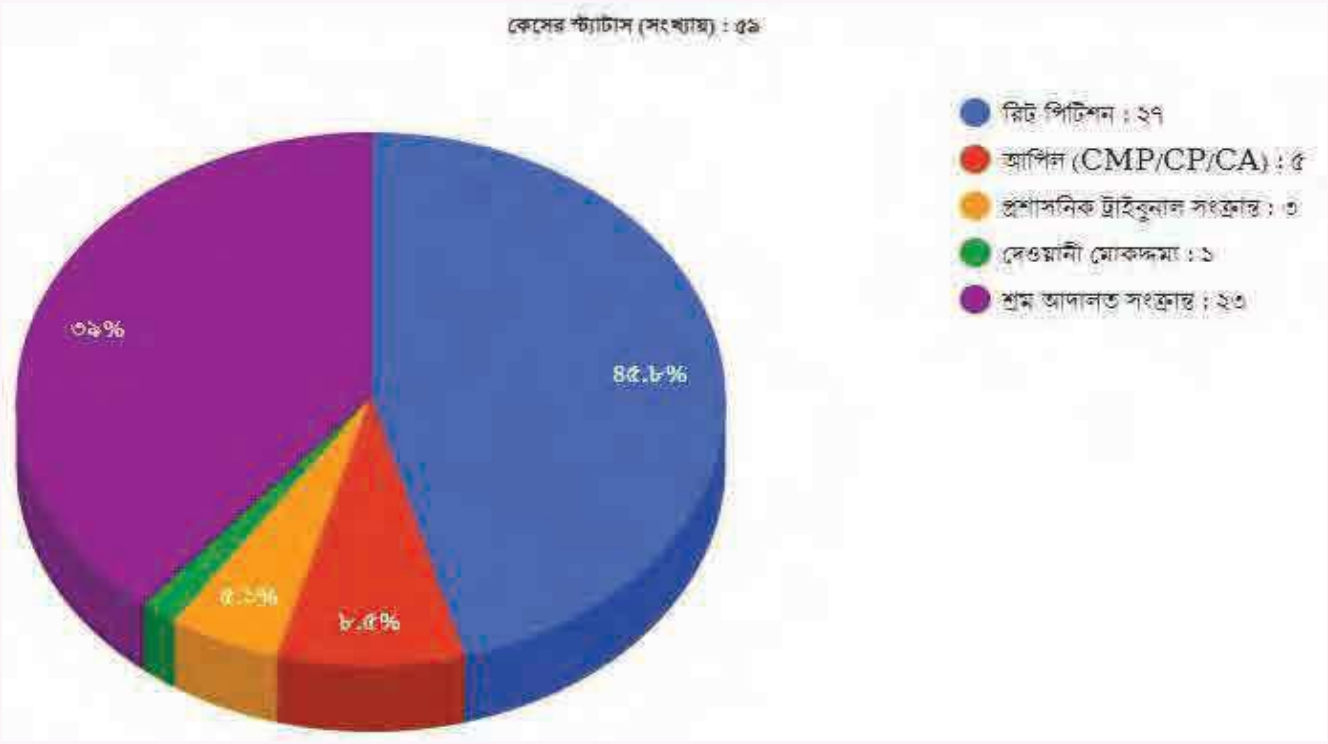

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেট	ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়
১.	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রকল্পসমূহ	**৪৪৬১.৯০**	**১৭৪৯.৯৬**	১৭৪০.৯৭
২.	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (বিশেষ কার্যক্রম) পরিচালন কর্মসূচিসমূহ	১৩৯৩.৪২	১৩৯৩.৪২	১৩৭৬.৯৪
৩.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রকল্প	৬৪৪.৯৬	৫৮০.৯৬	৫৭১.৯৭
৪.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রকল্প	১২৯৪.৫৫	১২৩৬.৭৮	১২১৮.৪০
৫.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রকল্প	৩১.৩২	৩১.৩২	৩১.৩২
৬.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের পরিচালন কর্মসূচিসমূহ	৫১১.০০	৫১১.০০	৩২৪.৬৯
	মোট	৮৩৩৭.১৫	৫৫০৩.৪৪	৫২৬৪.২৯

৪.২ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৫৪ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠদানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার অধিক সংখ্যায় শিক্ষার্থী ভর্তি করে সবার জন্য শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করছে। বর্তমান সরকার শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানে নানা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নানা সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করেছে। দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে, আধুনিক জ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি ও সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন সাধন করেছে। কিন্তু বিদ্যমান অবকাঠামোগত অবস্থা এখনো শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এজন্য শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার অধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল নির্মাণধর্মী প্রকল্পসমূহ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্মাণ সহযোগী হিসেবে বাস্তবায়ন করে থাকে। গত কয়েক দশকে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্মাণ সহযোগী হিসেবে বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়ন করা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশ সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ :

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি ব্যয়	জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি
১)	"কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার মালিগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন" (সমাপ্ত)	২০৯৭.০০	১৫২.০০	১২৯.২০	১০০%
	বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২২				
২)	"পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন, খুলনা (১ম সংশোধিত)"	১০১৫৫.৮৭	১৫৫৩.০০	৯৪৭.৭৫	৭১%
	বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০২৫				
৩)	"সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)"	৩৮৩১২.১৪	২২৭৫.০০	১৭৩৪.০৯	৬৩%
	বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০২৫				
৪)	"বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, বিজিবি হেড কোয়ার্টার, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন"	২৭০৩.৭৮	২০২.০০	১৭৬.১৪	৪৯%
	বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৪				
৫)	"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"	১০৬৪৯০৫.০০	১৪১৫০০.০০	৯৯১১৮.৯২	৮৭%
	বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২৫				

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি ব্যয়	জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি
৬)	"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ " বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৪	৫২৩৭৩৭.৯০	৬৫৭০০.০০	৪৯০৮৮.৭৫	৮৭%
৭)	"গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী জেলার ৩টি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন" (সমাপ্ত) বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২২	৩২৭৩.০০	১১২০.০০	৮৭৭.৯০	১০০%
৮)	"নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ফেনী জেলার ২টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২৪	৫০০৪.৭৯	১.০০	০.০০	১৮%
৯)	"মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল, খুলনা এর অবকাঠামো উন্নয়ন" বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৪	৪৯৮৩.০০	৮৭৫.০০	৭৪২.০৫	৬৪%
১০)	"নির্বাচিত ৯টি সরকারি কলেজের উন্নয়ন" বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২৫	৬২৯৭৩.৯৮	৬৮৭৫.০০	৫৫৮৫.৩৫	৪২%
১১)	"শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, গোপালগঞ্জ ও শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, সূত্রাপুর, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন" বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৫	৭১০১.৬৩	৪৭০.০০	৪০০.০০	৬০%
১২)	"ঢাকা, মাদারীপুর এবং রংপুর জেলার ০৩টি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন" বাস্তবায়নকাল : ডিসেম্বর ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৪	৮৮৫৭.৭২	৮২৫.০০	৬৬০.০০	২৫%
১৩)	"কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকায় নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন" বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩	৪৩০১২.৭৮	৩৩৩৫.০০	২৮৩০.৫০	১৭%
১৪)	"হাওর এলাকায় নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন" বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৪	৯৪৪৮০.১৫	১৩২২০.০০	১১২৩৪.৪৫	২১%
১৫)	"সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার ৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন" বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২৪	৪৬৬৮.৪৮	৬৭৫.০০	৫৭২.০৫	২৯%
	মোট:	**১৮৭৬২৬৭.২২**	**২৩৮৭৭৮.০০**	**১৭৪০৯৭.১৫**	

৫.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন/সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সমগ্র দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য এ বিভাগ দেশব্যাপী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আধুনিক, মানসম্মত, দৃষ্টিনন্দন, পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু সহিষ্ণু শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ করছে। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি) বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করেছে। তন্মধ্যে, ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকি ১৩টি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের নির্মাণ ও পূর্ত অংশের কাজ বাস্তবায়ন সহযোগী হিসেবে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি) কাজ করে যাচ্ছে।

৫.৩ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন/সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

প্রকল্প : কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার মালিগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন (সমাপ্ত)

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২২
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ১টি

প্রকল্প মূল্য: ২০৯৭.০০ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ১টি

মূল কার্যক্রম :

- ১টি ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা দৃষ্টিনন্দন একাডেমিক ভবন নির্মাণ;
- আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ;
- স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

মালিগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

প্রকল্প : পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন, খুলনা (১ম সংশোধিত)

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০২৫
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ১টি

প্রকল্প মূল্য: ১০১৫৫.৮৭ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ০

মূল কার্যক্রম:

- ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;
- একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার, ছাত্রবাস/ছাত্রীনিবাস নির্মাণ;
- শিক্ষক/অফিসার ডরমেটরি, স্টাফ ডরমেটরি, মসজিদ নির্মাণ;
- আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।

পাইকগাছা কৃষি কলেজের নির্মাণাধীন ৪তলা শিক্ষক ডরমেটরি

প্রকল্প : সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০২৫
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ৩৩টি

প্রকল্প মূল্য: ৩৮৩১২.১৪ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত স্থাপনা: ১৭টি

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্মাণাধীন প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা

মূল কার্যক্রম:

- ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়/ভূমি উন্নয়ন
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণের জন্য এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় দ্বিতল বেসমেন্টসহ ১৩তলা প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ;
- ৩২টি জেলায় ৫তলা জেলা কার্যালয় ভবন স্থাপন;
- বাউন্ডারী ওয়াল/অভ্যন্তরীণ রাস্তা/ সারফেস ড্রেন এবং এ্যাপ্রোন নির্মাণ;
- সাব-স্টেশন/লিফট/জেনারেটর/ ইয়ারকুলার সরবরাহ কাজ;
- প্রধান কার্যালয়ের অডিটোরিয়াম ও কনফারেন্স রুমের ডেকোরেশন, ট্রান্সপোর্ট/যানবাহন সরবরাহ ইত্যাদি।

প্রকল্প : বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, বিজিবি হেড কোয়ার্টার, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৪
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ১টি

প্রকল্প মূল্য: ২৭০৩.৭৮ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ০

মূল কার্যক্রম:

- ০১টি ১০ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ;
- লিফট, এসকেলেটর সরবরাহ;
- আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।

নির্মাণাধীন বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

প্রকল্প : নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২৫
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ২৯৯১টি

প্রকল্প মূল্য: ১০৬৪৯০৫.০০ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ২১৫৬টি

এম কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সদর, ঝিনাইদহ

মূল কার্যক্রম:

- সারা দেশের ভূপ্রকৃতি বিবেচনায় ০৭ (সাত) ক্যাটাগরিতে প্রকল্পের ভবনগুলো নির্মিত হচ্ছে;
- সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৬তলা ভবন নির্মাণ;
- শহর ও গ্রামীণ এলাকায় ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা ভবন নির্মাণ;
- বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র/ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে নিচতলা ফাঁকা রেখে ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ভবন নির্মাণ;
- আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।

প্রকল্প : নির্ধারিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৪
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ৩২৫০টি

প্রকল্প মূল্য: ৫২৩৭৩৭.৯০ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ২৫২৯টি

মূল কার্যক্রম:

- সারাদেশে নির্বাচিত ৩২৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারিত ভবন নির্মাণ;
- এ অধিদপ্তর কর্তৃক ইতঃপূর্বে বিভিন্ন প্রকল্প হতে ২/৩/৪/৫/৬তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা একাডেমিক ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ;
- আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।

চেহেলগাজী শিক্ষা নিকেতন বিদ্যালয়, সদর, দিনাজপুর

প্রকল্প : গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী জেলার ৩টি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন (সমাপ্ত)

প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২২
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ৩টি

প্রকল্প মূল্য: ৩২৭৩.০০ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ৩টি

ড. কাজী মোতাহার হোসেন কলেজ, পাংশা, রাজবাড়ী

মূল কার্যক্রম:

- ২টি ৫তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ;
- ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট ১টি ৫তলা ছাত্রাবাস নির্মাণ;
- আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।

প্রকল্প: নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ফেনী জেলার ২টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রকল্প মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২৪
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ৪টি

প্রকল্প মূল্য: ৫০০৪.৭৯ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ৩টি

মূল কার্যক্রম:

- কুমিল্লায় ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ১০ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ;
- নোয়াখালীতে ৫তলা একাডেমিক কাম মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ এবং একাডেমিক ভবনের আনুভূমিক ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;
- ফেনীতে বিদ্যমান পুরাতন এবং ঐতিহ্যবাহী ভবন মেরামতসহ আধুনিকায়ন।

সোমপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, চাটখিল, নোয়াখালী

প্রকল্প: মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল, খুলনা এর অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রকল্প মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৪
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ১টি

প্রকল্প মূল্য: ৪৯৮৩.০০ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ০

মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল, খুলনায় নির্মাণাধীণ শিক্ষকদের বাস ভবন

মূল কার্যক্রম:

- ৪৭৬ শয্যাবিশিষ্ট ৫তলা ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ;
- ৮তলা টিচার্স কোয়ার্টার নির্মাণ;
- সীমানা প্রাচীর ও গেইট নির্মাণ।

প্রকল্প: নির্বাচিত ৯টি সরকারি কলেজের উন্নয়ন

প্রকল্প মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২৫
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ৯টি

প্রকল্প মূল্য: ৬২৯৭৩.৯৮ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ০

মূল কার্যক্রম:

- ৯টি কলেজে মোট ৪২টি স্থাপনা নির্মাণ;
- ৬তলা ও ১০ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ;
- ৫তলা ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস নির্মাণ;
- অধ্যক্ষ কোয়ার্টার ও ডরমেটরি ভবন নির্মাণ;
- অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ।

৫০০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রাবাস, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর

প্রকল্প : শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, গোপালগঞ্জ ও শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, সূত্রাপুর, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৫
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ২টি

প্রকল্প মূল্য: ৭১০১.৬৩ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ০

শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, সূত্রাপুর, ঢাকা

মূল কার্যক্রম:

- শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, গোপালগঞ্জে ৬তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন, ৪তলা ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হোস্টেল, ৪তলা শিক্ষক ডরমেটরি নির্মাণ;
- শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, সূত্রাপুর, ঢাকায় ১০তলা প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন, সীমানা প্রাচীর এবং গেইট নির্মাণ।

প্রকল্প : ঢাকা, মাদারীপুর এবং রংপুর জেলার ০৩টি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রকল্প মেয়াদ: ডিসেম্বর ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৪
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ৩টি

প্রকল্প মূল্য: ৮৮৫৭.৭২ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ০

মূল কার্যক্রম:

- ১০তলা ভিত বিশিষ্ট ১০তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ;
- ৬তলা ও ১০ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ;
- ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস, বিজ্ঞানভবন ও শিক্ষক ডরমেটরি নির্মাণ;
- ২তলা ভিত বিশিষ্ট অধ্যক্ষের বাসভবনসহ আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।

সরকারি শেখ হাসিনা একাডেমী এন্ড উইমেন্স কলেজ, ডাসার, মাদারীপুর

প্রকল্প : কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকায় নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ২৫টি

প্রকল্প মূল্য: ৪৩০১২.৭৮ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ২টি

আব্দুল ওয়াদুদ উচ্চ বিদ্যালয়, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ

মূল কার্যক্রম:

- ৫টি ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৬তলা মাল্টিপারপাস ভবন;
- ৬টি ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ২০০ শয্যার ছাত্রাবাস;
- ৬টি ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ১০০ শয্যার ছাত্রীনিবাস নির্মাণ;
- আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।

প্রকল্প : সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার ৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২৪
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ৫টি

প্রকল্প মূল্য: ৪৬৬৮.৪৮ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ০

মূল কার্যক্রম:

- ৫টি একাডেমিক কাম মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ;
- আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।

তেলিখাল উচ্চ বিদ্যালয়, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট

প্রকল্প : হাওর এলাকায় নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৪
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ৩১টি

প্রকল্প মূল্য: ৯৪৪৮০.১৫ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ০

মূল কার্যক্রম:

- ৪০টি ১০০ শয্যার ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস নির্মাণ;
- ১২টি ৫০ শয্যার ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস নির্মাণ;
- ৩১টি মাল্টিপারপাস ভবন ও ১টি শিক্ষক ডরমেটরি নির্মাণ;
- সীমানা প্রাচীর ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ;
- আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।

মাল্টিপারপাস ভবন, আটপাড়া ডিগ্রী কলেজ, আটপাড়া, নেত্রকোণা

৫.৬ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্মমূখী শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তিনি উল্লেখ করেন যে, "বৃত্তিমূলক শিক্ষা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে"। স্মার্ট বাংলাদেশ, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব, এসডিজি এর লক্ষমাত্রা অর্জন, রূপকল্প ২০৪১, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কে সামনে রেখে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির প্রত্যয়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ বহুমূখী দায়িত্ব পালন করছে। প্রাথমিক শিক্ষা স্তর পরবর্তী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ব্যাতীত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার সকল কার্যক্রম অত্র বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

বর্তমান সরকার কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সারা দেশব্যাপী কারিগরি শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ করছে। কারিগরি শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ কারিগরি শিক্ষা অধিপ্তর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের নির্মাণ ও পূর্ত অংশের কাজ নির্মাণ সহযোগী হিসেবে শিক্ষা প্রকৌশল অধিপ্তর বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সারা দেশব্যাপী দক্ষ প্রকৌশলীদের মাধ্যমে মান সম্পন্ন অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সরকারের মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

৫.৭ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

প্রকল্প: ১০০ টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ টিএসসি স্থাপন

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি-২০১৪ হতে ডিসেম্বর-২০২৪
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ১০০টি

প্রকল্প মূল্য (নির্মাণ ও পূর্ত): ১৮০০১৬.৩৫ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ৪৫টি (হস্তান্তর হয়েছে ৩২টি)

মূল কার্যক্রম:

- প্রতিটি টিএসসি তে সুপরিসর দৃষ্টিনন্দন ৫-তলা একাডেমিক ভবন, ৪-তলা প্রশাসনিক ভবন ও সার্ভিস সেন্টার স্থাপন;
- মানসম্পন্ন আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব ও ওয়ার্কশপ নির্মাণ;
- কম্পিউটার ও আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সরবরাহ;
- সীমানা প্রাচীর ও গেইট নির্মাণ;
- ১৫০০টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ;
- প্রতিটি টিএসসি তে প্রতি বছর ৬-ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৮৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নে সুযোগ।

শিবালয় সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মানিকগঞ্জ

প্রকল্প : কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজর সক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রকল্প মেয়াদ: ফেব্রুয়ারি-২০১৯ হতে জুন ২০২৫
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ৬৪টি

প্রকল্প মূল্য (নির্মাণ ও পূর্ত): ১০১৭৯৯.০২ লক্ষ টাকা
সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ৯টি

পার্বতীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, দিনাজপুর

মূল কার্যক্রম:

- ৫১টি ৫-তলা একাডেমিক কাম ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ;
- ১৩টি ৭-তলা একাডেমিক কাম ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ;
- প্রশস্ত বারান্দা, দৃষ্টিনন্দন গেইট, সাবস্টেশন;
- ৫৭৬টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৮৮ হাজার শিক্ষার্থী আধুনিক কারিগরি যন্ত্রপাতির সহযোগিতায় যুগোপযোগী বিশ্বমানের কারিগরি শিক্ষার পরিবেশ পাবে।

প্রকল্প : সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি-২০১৮ হতে জুন ২০২৪
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ৪টি (২৮টি স্থাপনা)

প্রকল্প মূল্য (নির্মাণ ও পূর্ত): ২৬৫৪৭.৫০ লক্ষ টাকা
ভৌত অগ্রগতি: ৪৪%

মূল কার্যক্রম:

- ৪টি বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন;
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ০৬-তলা প্রশাসনিক ভবন, ০৬-তলা একাডেমিক ভবন, ০৬-তলা ওয়ার্কশপ ভবন, ৫-তলা শিক্ষক ডরমেটরি, ৩-তলা স্টাফ কোয়ার্টার, ৪-তলা ছাত্রী নিবাস ও প্রিন্সিপাল কোর্য়াটার নির্মাণ এর সংস্থান;
- ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, গেইট নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি;
- ৬৮টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ।

রংপুর মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রংপুর

প্রকল্প: বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন

প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই-২০১৮ হতে জুন-২০২৫
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ৪টি (২৫টি স্থাপনা)

প্রকল্প মূল্য (নির্মাণ ও পূর্ত): ২১০২৭.৩৭ লক্ষ টাকা
ভৌত অগ্রগতি: ২৪%

রাজশাহী সার্ভে ইনস্টিটিউটের নব নির্মিত একাডেমিক কাম ওয়ার্কশপ ভবন ও মাল্টিপারপাস ভবন।

মূল কার্যক্রম:

- ৫ একর জমিতে নতুন ২টি নতুন সার্ভে ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং রাজশাহী ও কুমিল্লা জেলায় বিদ্যমান সার্ভে ইনস্টিটিউট এর আধুনিকায়ন;
- প্রতিটি সার্ভে ইনস্টিটিউটে ৫-তলা প্রশাসনিক ভবন, ৫-তলা একাডেমিক কাম ওয়ার্কশপ ভবন, ৫-তলা মাল্টিপারপাস ভবন, ৫-তলা স্টাফ কোয়ার্টার, ৪-তলা ছাত্রীনিবাস, ২-তলা প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার ও মসজিদ নির্মাণ এর সংস্থান।
- ৫৭৬টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ;
- ৪টি সার্ভে ইনস্টিটিউটে মোট ২১০০ জন শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি।

প্রকল্প: উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (২য় পর্যায়)

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি-২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ৩২৯টি

প্রকল্প মূল্য (নির্মাণ ও পূর্ত): ১৫৬৯২৮৩.৯৪ লক্ষ টাকা
ভৌত অগ্রগতি: ১%

কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ৩২৯টি উপজেলায় ৩ একর জায়গার উপরে টিএসসি নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি টিএসসি'তে সুপরিসর দৃষ্টিনন্দন ৫-তলা একাডেমিক ভবন, ৪-তলা প্রশাসনিক ভবন ও সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে এটি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ প্রকল্প।

মূল কার্যক্রম:

- ৩২৯টি উপজেলায় ৩২৯টি টিএসসি নির্মাণ এর সংস্থান'
- ৫-তলা একাডেমিক ভবন, ৪-তলা প্রশাসনিক ভবন ও সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ;
- সীমান প্রাচীর ও গেইট নির্মাণ;
- ৪৯৩৫টি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ এর সংস্থান;
- ভূমি হস্তান্তর হয়েছে ৬টি, দরপত্র আহবান হয়েছে ৬টি এবং কাজ চলমান রয়েছে ২টি।

মাস্টারপ্ল্যান

প্রকল্প: চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন

প্রকল্প মেয়াদ: অক্টোবর-২০১৮ হতে জুন-২০২৫
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ৪টি (৬৪টি ভবন)

প্রকল্প মূল্য (নির্মাণ ও পূর্ত): ১২২২৩৯.০০ লক্ষ টাকা
ভৌত অগ্রগতি: ১%

মূল কার্যক্রম:

- প্রতিটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একত্রে ৮টি করে অনাবাসিক ভবন ও ৮টি আবাসিক ভবন নির্মাণের সংস্থান;
- প্রতিটি কলেজে ৩টি একাডেমিক ভবন, ১টি প্রশাসনিক ভবন ও ১টি মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ এর সংস্থান;
- শিক্ষক ডরমেটরী, অধ্যক্ষের বাসভবন, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস নির্মাণ;
- সেন্ট্রাল কম্পিউপার ল্যাব ও লাইব্রেরি রিসার্চ সেন্টার এবং মসজিদ নির্মাণ;
- ২১৬টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ;
- ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মোট ৭২০ জন শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি।

১০-তলা প্রশাসনিক ভবনের ত্রিমাত্রিক চিত্র

প্রকল্প: ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন

প্রকল্প মেয়াদ: অক্টোবর-২০১৮ হতে জুন ২০২৫
প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ২৩টি (২৭৬টি ভবন)

প্রকল্প মূল্য (নির্মাণ ও পূর্ত): ৩৬৫১৩৭.০০ লক্ষ টাকা
ভৌত অগ্রগতি: ১%

মূল কার্যক্রম:

- প্রতিটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ১২টি ভবন নির্মাণের সংস্থান;
- ৬-তলা প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন ও ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ;
- ৬-তলা শিক্ষক ডরমেটরি ও স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ;
- ৬-তলা ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ;
- এছাড়াও অডিটোরিয়াম, জিমনেসিয়াম ও মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণের সংস্থান;
- ১০৩৫টি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ এর সংস্থান;
- ৯২০০ জন শিক্ষার্থীর ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির সুযোগ।

মাস্টারপ্ল্যান

৫.৮ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

প্রকল্প: নির্বাচিত মাদ্রসাসমূহের উন্নয়ন

প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই-২০১৮ হতে জুন-২০২৪

প্রকল্প মূল্য (নির্মাণ ও পূর্ত): ৫৮১৭৪৪.৯২ লক্ষ টাকা

প্রকল্পভূক্ত প্রতিষ্ঠান: ১৭৫৭টি

সমাপ্ত প্রতিষ্ঠান: ৭১৩টি

মূল কার্যক্রম:

- প্রতিটি মাদ্রাসায় ৪-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ;
- সুপ্রশস্ত বারান্দা ও সুপরিসর ৯টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ;
- সুপার ও সহ-সুপারের কক্ষসহ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের কমনরুম;
- ৯৩১৫টি শ্রণিকক্ষ নির্মাণ;
- তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৭৫৭টি;
- কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ১৬৬৮টি।

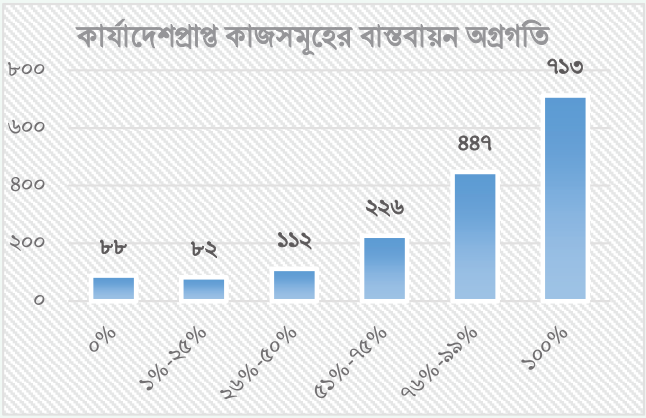

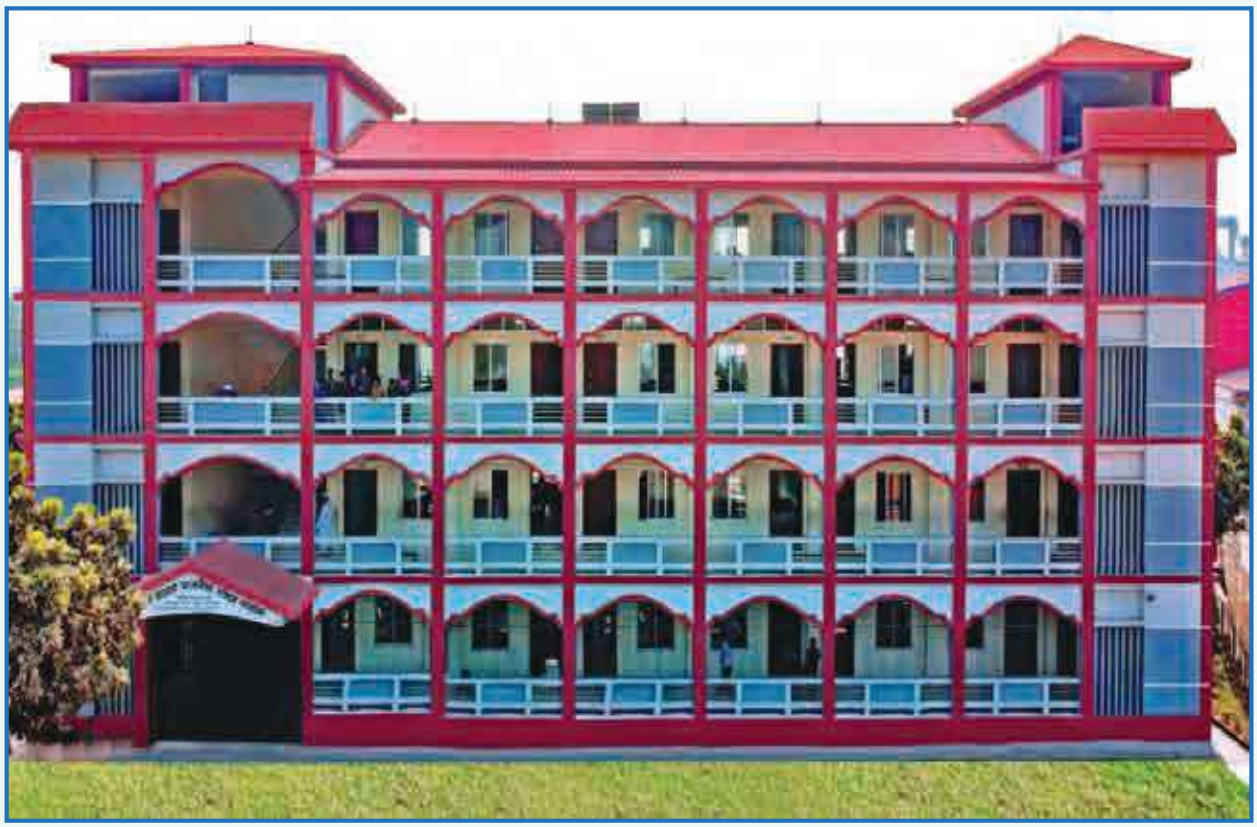

খাজানগর জামেয়া আরাবিয়া দাখিল মাদ্রাসা, সদর, কুষ্টিয়া

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.১ সম্প্রতি অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১	গণি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় এবং লুধুয়া হাই স্কুল ও কলেজ, চাঁদপুর এর অবকাঠামো উন্নয়ন
২	নোয়াখালী সরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন
৩	কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ উপজেলার নির্বাচিত ৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন

৬.২ সম্প্রতি প্রস্তাবিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প

ক্রমিক নং	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের নাম
১	নতুনভাবে সৃজনকৃত ৪৮৯টি উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ২৭টি নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ৪টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণের অফিস ভবন নির্মাণ এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
২	কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
৩	সরকারি অর্থায়নে অদ্যাবধি ভবন নির্মিত হয় নাই এরূপ প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
৪	নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণ এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
৫	নতুনভাবে জাতীয়করণকৃত কলেজসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
৬	নতুনভাবে জাতীয়করণকৃত হাইস্কুলসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

৬.৩ সম্প্রতি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালকগণ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প পরিচালকের নাম
১	নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	জনাব আফরোজা বেগম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রধান কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২	নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন	জনাব সমীর কুমার রজক দাস, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রধান কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩	নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ফেনী জেলার ২টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন	জনাব মো: মাহাবুবর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৪	ঢাকা, মাদারীপুর ও রংপুর জেলায় ৩টি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন	জনাব মীর মুয়াজ্জেম হুসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫	শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, গোপালগঞ্জ ও শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, সূত্রাপুর, ঢাকা এর-অবকাঠামো উন্নয়ন	জনাব মো: ফাহিম ইকবাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬	গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী জেলার ৩টি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন	জনাব সুমী দেবী, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৭	সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন	জনাব এস. এম. সাফিন হাসান, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮	গণি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় এবং লুধুয়া হাই স্কুল ও কলেজ, চাঁদপুর এর অবকাঠামো উন্নয়ন	জনাব মনজুরুল আলম শরীফ, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, চাঁদপুর জেলা।

সপ্তম অধ্যায়

৭.১ পরিচালন বাজেটের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ/সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ

১. ভূমিকা :

প্রাথমিক শিক্ষা স্তর ব্যতীত সকল ধরণের শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনস্ত দপ্তর হিসেবে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থার পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর পরিচালন বাজেটের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৪টি এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ৯টি অর্থনৈতিক কোডের অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্মাণ/সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ করে থাকে।

সরকারি অর্থায়নে নির্মিত কোনো ভবন নাই বা ভবনের অপ্রতুলতা রয়েছে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ এবং ভবনসমূহের জরুরি মেরামত কাজ সম্পাদন করার জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্যগণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে আধাসরকারি পত্রের মাধ্যমে চাহিদা প্রেরণ করেন। প্রাপ্ত চাহিদা যাচাই বাছাই পূর্বক সংশ্লিষ্ট বিভাগ বাজেটের বিপরীতে অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

২. কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কাজ সমূহের বিবরণ

- সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ;
- বিদ্যমান ভবনসমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;
- সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে আসবাবপত্র সরবরাহ।

৩. নির্মিত ভবনের সুবিধাসমূহ

প্রশস্ত শ্রেণি কক্ষ ও বারান্দা	ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট ব্লক	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট ও র‍্যাম্প	পর্যাপ্ত আলো বাতাসের জন্য ঘুলঘুলি
বজ্রপাত নিরোধক ব্যবস্থা	দৃষ্টিনন্দন ঢালু ছাদ	আসবাবপত্র সরবরাহ	

৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

১. সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ খাত

- ২০০৯-২৩ পর্যন্ত অনুমোদিত কাজের সংখ্যা ৭৩৯৯টি
- কাজ সমাপ্ত হয়েছে ৩০২৬টি
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যয় ৮৪৯৬৬.৫৫ লক্ষ টাকা

২. সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও সংস্কার খাত

- ২০০৯-২৩ পর্যন্ত অনুমোদিত কাজের সংখ্যা ১১১৭৫টি
- কাজ সমাপ্ত হয়েছে ৭৬৭৭টি
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যয় ২৯৬০২.১৯ লক্ষ টাকা

৩. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও সংস্কার খাত

- ২০০৯-২৩ পর্যন্ত অনুমোদিত কাজের সংখ্যা ১১১৭৪টি
- কাজ সমাপ্ত হয়েছে ৭২০৯টি
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যয় ১৮৯৬১.৭১ লক্ষ টাকা

৪. আসবাবপত্র সরবরাহ খাত

- ২০০৯-২৩ পর্যন্ত অনুমোদিত কাজের সংখ্যা ৭৩৯১টি
- কাজ সমাপ্ত হয়েছে ৪৬৮৩টি
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যয় ৪১৬৩.৫১ লক্ষ টাকা

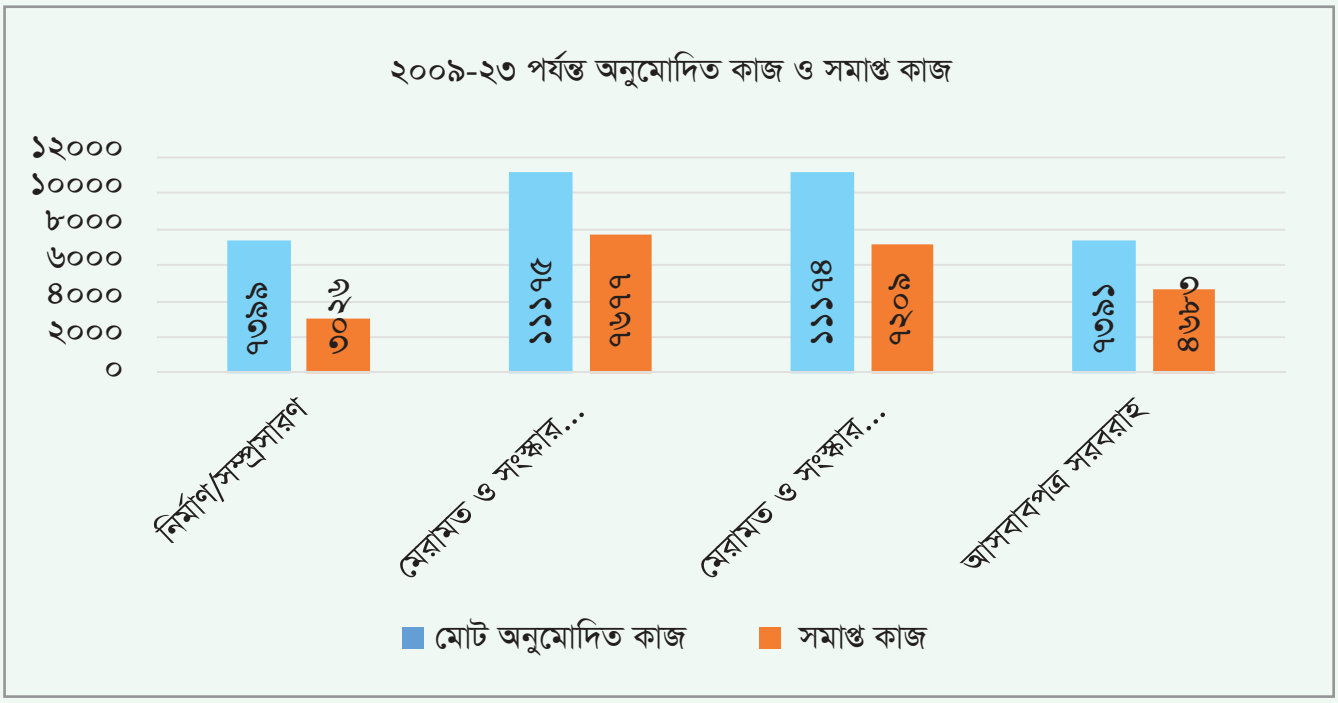

৫. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	আর্থিক কোড অনুযায়ী কর্মসূচির নাম	মোট অনুমোদিত কাজের সংখ্যা (২০০৯-২৩ পর্যন্ত)	সমাপ্ত কাজের সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
ক)	**ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ**				
	১) সরকারি মাদ্রাসাসমূহ	৭	২	৫১.৪০	
	২) বেসরকারি মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান সমূহ	৩০২৯	৯৬৬	২২৪০৬.৯০	
	৩) সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৭০	৪৪	৪৬১.৮৪	
	মোট (নির্মাণ/সম্প্রসারণ) =	**৩২০৬টি**	**১০১২টি**	**২২৯২০.১৪**	
খ)	**ভবনসমূহের মেরামত ও সংস্কার**				
	১) সরকারি মাদ্রাসাসমূহ	১০৮	৪৬	১৫৯.১৪	
	২) বেসরকারি মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান সমূহ	৩১০৩	১৭৮৭	৪৪১০.০৫	
	৩) সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহ	২০১৭	৯২৭	৩৪১৮.৬৮	
	মোট (মেরামত ও সংস্কার) =	**৫২২৮টি**	**২৭৬০টি**	**৭৯৮৭.৮৭**	
গ)	**আসবাবপত্র সরবরাহ**				
	১) সরকারি মাদ্রাসাসমূহ	২০	৮	৯.৮৭	
	২) বেসরকারি মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান সমূহ	১৮৮৭	৯৭৭	১৩৫৬.০৬	
	৩) সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩৬০	১৫৪	১৯৪.৮৩	
	মোট (আসবাবপত্র সরবরাহ) =	**২২৬৭টি**	**১১৩৯টি**	**১৫৬০.৭৬**	

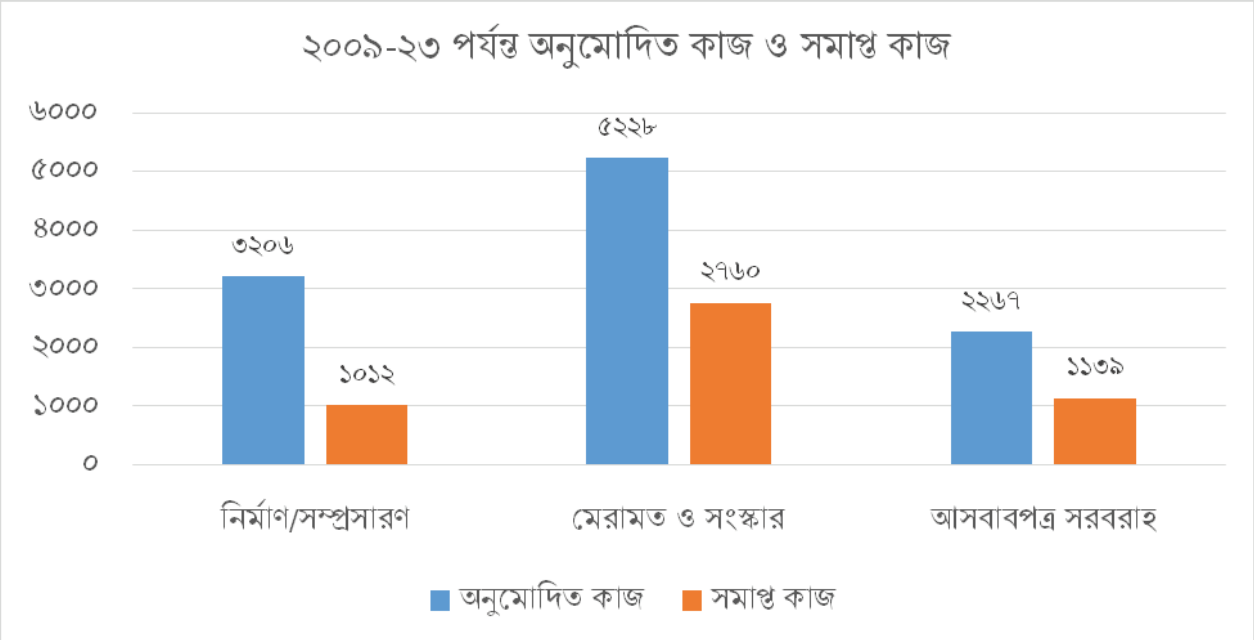

অষ্টম অধ্যায়

৮.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সার্বিক উন্নয়নে এবং নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা দিয়েছেন, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর তার অধিক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতিসমূহ সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫টি প্রতিশ্রুতি এবং ৩টি নির্দেশনার আলোকে কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ হলো:-

- ঠাকুরগাঁও জেলার যেসব কলেজে একাডেমিক ভবন নেই, সেসব কলেজে একাডেমিক ভবন নির্মাণ।
- জয়পুরহাটে একটি আধুনিক সরকারি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।
- মীরসরাই লতিফিয়া কামিল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালুকরণের মাধ্যমে মডেল মাদ্রাসা হিসেবে গড়ে তোলা।
- হাওড় এলাকার জন্য পৃথক পরিকল্পনায় বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ
- খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপন।

বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনাসমূহ হলো:

- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খালিয়াজুরী উপজেলা সদরে অবস্থিত কলেজটির উন্নয়ন করা হবে। পর্যায়ক্রমে উপজেলার অন্যান্য স্কুল কলেজেরও উন্নয়ন করা হবে।
- খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় কয়রা কপোতাক্ষ কলেজে ১টি ছাত্রীনিবাস নির্মাণ।
- রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

‘তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)’ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত একাডেমিক ভবনসমূহ

‘সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ’ প্রকল্পের আওতায় ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার পীরগঞ্জ সরকারি কলেজের নির্মিত একাডেমিক ভবন।

উপরোল্লিখিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে ঠাকুরগাঁও জেলায় "তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমুহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৯টি কলেজের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। রাজস্ব খাত হতে ৪টি কলেজে একাডেমিক ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। "সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় পীরগঞ্জ সরকারি কলেজটি ৬-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণকাজের অগ্রগতি ৯৮%। জয়পুরহাট জেলায় "৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন" প্রকল্পের আওতায় একটি আধুনিক সরকারি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন কাজ চলমান, গড় অগ্রগতি ৯০%।

চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলায় "নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের আওতায় লতিফিয়া কামিল মাদ্রাসায় একটি ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। হাওড় এলাকার উন্নয়নে "হাওড় এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন" এবং "কিশোরগঞ্জ জেলার হাওড় এলাকার নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক দুইটি প্রকল্প গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপনের জন্য "পাইকগাছা কৃষি কলেজ, খুলনা স্থাপন" প্রকল্প গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যার ভৌত অগ্রগতি ৭৩%।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহের আলোকে খালিয়াজুরী উপজেলা সদরে খালিয়াজুরী কলেজে চারতলা ভিতবিশিষ্ট একতলা একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় কয়রা কপোতাক্ষ কলেজে ১০০ শয্যার ৫তলা ছাত্রীনিবাস নির্মাণকাজসহ রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

নবম অধ্যায়

৯.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন

সরকারি কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, গতিশীলতা আনয়ন, সেবার মানোন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধায়নে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নিয়মিতভাবেই সাফল্যের সাথে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ ও ২১০০ সালের বদ্বীপ পরিকল্পনাসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগের অন্যান্য নীতি/পরিকল্পনায় বর্ণিত কার্যক্রমের আলোকে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ১২০০০০টি শ্রেণিকক্ষ, মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ৪১০০টি মেরামত ও সংস্কার কাজ, নির্বাচিত সরকারি/বেসরকারি কলেজসমূহে ১০০০টি শ্রেণিকক্ষ, ছাত্রী টয়লেট ৬৫০০টি এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য ১২৫০টি র‍্যাম্প ও অনগ্রসর এলাকায় ৩৫০টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ছিল।

২০২২-২৩ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ১৩৩১৭টি শ্রেণিকক্ষ, মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ৪১৫২টি মেরামত ও সংস্কার কাজ, নির্বাচিত সরকারি/বেসরকারি কলেজসমূহে ১০৭০টি শ্রেণিকক্ষ, ছাত্রী টয়লেট ৯০৬০টি এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য ১৩১১টি র‍্যাম্প ও অনগ্রসর এলাকায় ৩৮৬টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০২২-২৩ অর্থবছরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। উল্লেখ্য, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দপ্তরসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে।

৯.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

"শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এই দলিলটিতে শুদ্ধাচারের এই অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে।"

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা ও গাইডলাইন অনুসরণ করে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শুদ্ধাচারের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করে আসছে। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ আয়োজন করছে। এছাড়া নাগরিক সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে উত্তম চর্চা, শুদ্ধাচার চর্চার অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এবং প্রতিবেদনসমূহ প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ অধিদপ্তরের সার্কেল ও জেলা কার্যালয়সমূহে নৈতিকতা কমিটি গঠনপূর্বক শুদ্ধাচার কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রস্তুতকৃত অনলাইন সফটওয়্যারে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও দাখিল এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

৯.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩-এর অগ্রগতি

কার্যক্রমের নাম	সূচকের মান	একক	লক্ষ্যমাত্রা	মোট অর্জন	অর্জিত মান
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা-১৭					
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	**১**	**সংখ্যা**	**৪**	**৪**	**১.০০**
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	৪	%	১০০%	১০০%	৪.০০
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা আয়োজন	৪	সংখ্যা	৪	৪	৪.০০
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	২	সংখ্যা	১০০	১২৪	২.০০
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি)	২	সংখ্যা ও তারিখ	২ ১৫.১২.২০২২ ২৫.০৬.২০২৩	২ ৩০.১২.২০২২ ৩০.০৬.২০২৩	২.০০
১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান	৪	তারিখ	১৫.০৯.২০২২ ১৫.০৩.২০২৩ ১৫.০৬.২০২৩	৩১.১২.২০২২ ১৫.০৩.২০২৩ ০৭.০৫.২০২৩	৪.০০

আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন-১৫					
২.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	২	তারিখ	৩১.০৮.২০২২	৩১.০৭.২২	২.০০
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	২	%	১০০%	৯৯.৮০%	২.০০
২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	৩	%	১০০%	৯৯.৮০%	৩.০০
২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	৩	সংখ্যা	৪	১৩	৩.০০
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	৫	তারিখ	৩০.০৯.২০২২ ৩১.০৩.২০২৩	২ ৩০.০৯.২০২২ ৩১.০৩.২০২৩	৫.০০

শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম-১৮					
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৩			-	৩.০
৩.২ মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে ই-নথির কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৫	সংখ্যা	৮০	৮০	৫.০০
৩.৩ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন	৫	সংখ্যা	৮	১২	৫.০০
৩.৪ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ব্রডশিটের জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	৫	সংখ্যা	১০০	১৬৪	৫.০০
				মোট	**৫০.০০**

৯.৪ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (জিআরএস)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৮ অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। নাগরিক ও সংশ্লিষ্টজনের প্রাপ্ত অভিযোগ অনলাইন (জিআরএস সিস্টেম), অফলাইন ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে একজন কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সভা, অবহিতকরণ সভা, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রমগুলো যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হয় এবং প্রতিবেদনসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৯.৫ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কার্যক্রম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অর্জিত মান
১	২	৩	৪
অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে এবং জিআরএস সফটওয়্যারে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	সংখ্যা	৪	৪
নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইনে/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি	%	৭	৭
অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ	%	৩	৩
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	সংখ্যা	৪	৪
ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	সংখ্যা	৩	৩
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	সংখ্যা	৪	৪
	মোট প্রাপ্ত নম্বর	**২৫**	**২৫**

৯.৬ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) হলো নাগরিক এবং সেবাদাতাদের মধ্যকার একটি চুক্তি (agreement), যেখানে সেবা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নাগরিকদের সেবাসমূহ প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দেশনা অনুযায়ী সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন, ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনসহ এর কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদ করা হয়। এ সংক্রান্ত সভা, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণগুলো যথাযথভাবে আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কার্যক্রম এ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ৯টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং ৬৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়েও বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে।

৯.৭ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ অর্থবছর

কার্যক্রম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অর্জিত মান
ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন	সংখ্যা	৩	৩
ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	%	৪	৪
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন	সংখ্যা	২	২
ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ (আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসহ)	সংখ্যা	৯	৯
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালা/ প্রশিক্ষণ/সেমিনার আয়োজন	সংখ্যা	৩	৩
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	সংখ্যা	৪	৪
মোট প্রাপ্ত নম্বর		২১	২১

৯.৮ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

সরকারি অফিসসমূহে দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নাগরিকদের তথ্য প্রদান লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণ করা আছে। নাগরিকগণের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যসমূহ প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে জনসচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সভা, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানসহ নির্ধারিত কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

৯.৯ তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কার্যক্রম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অর্জিত মান
তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	%	০৬	০৬
স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	তারিখ	০৪	০৪
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	তারিখ	০৩	০৩
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরি/হালনাগাদকরণ	তারিখ	০৩	০৩
তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	সংখ্যা	০৪	০৪
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	সংখ্যা	০৩	০৩
তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবা বক্সে প্রকাশ	সংখ্যা	০২	০২
মোট প্রাপ্ত নম্বর		**২৫**	**২৫**

৯.১০ ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ, সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সুশাসন সংহতকরণে জনপ্রশাসনে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবন, সেবা সহজিকরণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং এ লক্ষ্যে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে সেবা সমূহ আপডেট হয় এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এই সংক্রান্ত সভা, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভা ও কর্মশালার থেকে প্রাপ্ত ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন, সফটওয়্যার তৈরিসহ ইত্যাদি কাজের মনিটরিং করা হয়। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ পর্যন্ত নিম্নের উদ্ভাবন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত উল্লেখযোগ্য সেবাগুলো:

১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ডাটাবেজ উন্নয়ন উপাত্ত;

২. উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন অনলাইনে আপলোড করণ;

৩. পার্সোনাল ইনফর্মেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম **(PIMS)**

৯.১১ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কার্যক্রম (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)

ক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বার্ষিক অগ্রগতি	স্ব-মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর
১	২	৩	৪
১	সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	"অনলাইনে ঠিকাদার তালিকাভুক্তি" সেবাটি সহজীকরণের জন্য কার্যক্রম চলমান।	১০
২	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ডাটাবেজ উন্নয়ন উপাত্ত এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন অনলাইনে আপলোডকরণ সেবা দুটি ওয়েবসাইটে লিংক করা হয়েছে।	২
৩	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত	ডিজিটাইজকৃত PIMS সেবাটি চালু রয়েছে।	৭
৪	ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	৮২.১৭%	৪
৫	৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।	৪
৬	৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে ২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।	৩
৭	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	নিয়মিত তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়।	৬
৮	কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।	৩
৯	ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	৮৩% ব্যয় করা হয়েছে।	৩
১০	কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	স্ব-মূল্যায়িত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।	৩
১১	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	১ম অর্ধবার্ষিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।	২
১২	দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	-	৩
		মোট প্রাপ্ত নম্বর	**৫০**

৯.১২ পার্সোনাল ইনফর্মেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (PIMS):

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি, বদলি/পদায়ন, ছুটি মঞ্জুর, প্রশিক্ষণ, পিআরএল গমনের তথ্য, জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সহজিকরণ এবং দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি পার্সোনাল ইনফর্মেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (PIMS): সফটওয়ার তৈরি করা হয়েছে। উক্ত PIMS-এ প্রধান কার্যালয়, সার্কেল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তথ্যসমূহ নিয়মিতভাবে আপলোড/হালনাগাদ করছেন।

কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের প্রধান কার্যালয় ও সার্কেলভিত্তিক তথ্য

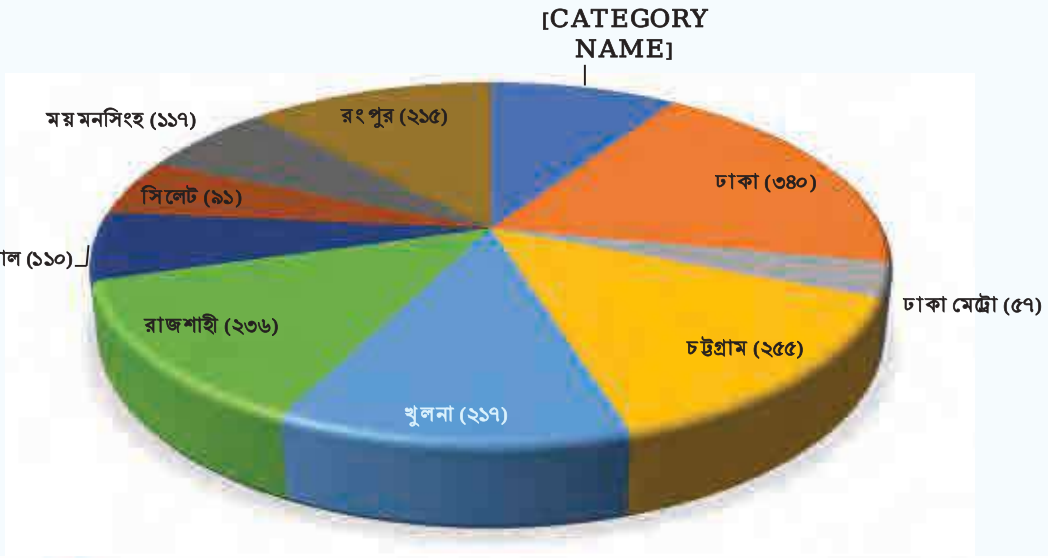

৯.১৩ তথ্য বাতায়ন

http://eedmoe.gov.bd/

তথ্য বাতায়ন হলো ওয়েবসার্ভারে রক্ষিত ওয়েবপেজ, ছবি, অডিও, ভিডিও বা এ সম্পর্কিত তথ্যর সমাহার, যা ইন্টারনেট এর মাধ্যমে একসেস করা যায়। বস্তুত ওয়েসাইট একটি দপ্তরের মুখপাত্র। ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে নাগরিকগণ কোনো দপ্তর সম্পর্কে, দপ্তরের সেবা প্রদান ও সেবা গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি) এর ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়ন এর আওতায় ন্যাশনাল ফ্রেমওয়ার্ক-এ যুক্ত করা হয়েছে। ইইডি ওয়েবসাইটটিতে অফিস আদেশ, পরিপত্র, বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ, ছবি, ভিডিও ও বিভিন্ন ধরনের তথ্য উপাত্ত আপলোড এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। নিম্নে ওয়েবসাইট এর মেনু ও সাবমেনু লিঙ্ক এবং সেবা বক্সসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

মেইন মেনু	সাব মেনু
ইইডি সম্পর্কিত	ইইডি ইতিহাস ও কার্যক্রম, প্রধান প্রকৌশলীগণ, বোর্ড, কমিটি, প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ
দপ্তর, ডেস্ক ও শাখাসমূহ	প্রধান কার্যালয়, ডেস্ক ও শাখাসমূহ
অফিসসমূহ	প্রধান কার্যালয়, সার্কেল অফিস, জেলা অফিস, গুগল ম্যাপে
আইন ও বিধিমালা	আইন, বিধিবিধান ও নীতিমালা
উন্নয়ন প্রকল্প	চলমান প্রকল্প, সমাপ্ত প্রকল্প, প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, প্রতিষ্ঠানের তালিকা
অর্জন	অর্জন
গ্যালারি	ফটো গ্যালারি, ভিডিও গ্যালারি
ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ডিজিটাল কার্যক্রমসমূহ

রাইট মেনুবার: NIS, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য, EED PIMS, অভিযোগ কর্নার, ইইডি'র সকল ওয়েবসাইট, স্টাফ কর্নার, ফটোগ্যালারি, মাইগভ, অভ্যন্তরীণ ই-সেবাসমূহ যেমন পিআইএমএস (ইইডি), ই নথি, ই-জিপি, ওয়েব মেইল, কেন্দ্রীয় ই-সেবা, গুরুত্বপূর্ণ লিংক, বার্ষিক প্রতিবেদন, সেবা সহজিকরণ, জাতীয় সংগীত, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেইসবুক ও ইউটিউব, ইনোভেশন কর্নার, জরুরি হটলাইন রয়েছে।

সেবাবক্সসমূহ: 'আমাদের বিষয়ে', 'মাঠ পর্যায়ের অফিস', 'আদেশ/পরিপত্র/পরিপত্র/বিজ্ঞপ্তি', 'বাজেট ও প্রকল্প', 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল', 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি', 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি', 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)', 'তথ্য অধিকার', 'উদ্ভাবনী কার্যক্রম', 'দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ', 'অডিট নিষ্পত্তি কার্যক্রম', 'সেবা সহজিকরণ', 'উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান', 'নীতিমালা ও প্রকাশনা' এবং 'ফরম'।

দশম অধ্যায়

১০.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও কর্মশালা

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর বাংলাদেশের শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। অধিদপ্তরটি-এর আওয়াতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নানামূখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর অংশ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রারাসা শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে পরিচালিত এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অধিদপ্তরটি কেবল নিজস্ব দক্ষতাই উন্নত করছে না বরং বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

১০.২ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি

১০.৩ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ

ক্রম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-এর বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (৩য় ব্যাচ)	৩০ জন
২.	Procurement Entity Users (PE) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০ জন
৩.	Roles and Responsibilities of DDO including Disposal of Audit Objections	২৫ জন
৪.	Basic Financial Management including Disposal of Audit Objections	২০ জন
৫.	Refresher Training on “Risk Informed Development Planning in Bangladesh”	৩ জন
৬.	Computer Aided Analysis and Design of Building & Foundation an d Slab using ETABS and SAFE Software together বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩ জন
৭.	Electronic Government Procurement (e-GP)	২৫ জন
৮.	iBAS++ এর Stock Take of Bank Account সাব-মডিউল বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	৩ জন
৯.	Disaster Impact Assessment (DIA) Framework & Tools বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	১ জন
১০.	ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ	২ জন
১১.	অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RMS) সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ	২ জন
১২.	নব নিয়োগপ্রাপ্ত উপসহকারী প্রকৌশলীগণের ২ (দুই) দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন	১৭ জন
১৩.	Awareness Training “Smart Office in Alignment with Smart Bangladesh” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২ জন

ক্রম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৪.	Training on Public Financial Management: Concepts, Rules and Procedures বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২ জন
১৫.	Digital Transformation in Government Offices	৮ জন
১৬.	পিপিআর ও পিপিএ সংক্রান্ত এবং ই-জিপি পিই (প্রকিউরমেন্ট এনটিটি) প্রশিক্ষণ	২৫ জন

১০.৪ ইনহাউজ প্রশিক্ষণ

১৭.	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৯২ জন
১৮.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬২ জন
১৯.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	৫৪ জন
২০.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিধিমালা, প্রবিধিমালা ও নির্দেশিকা বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ	৩৪ জন
২১.	ডি-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৩ জন
২২.	৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা (১ম ব্যাচ ও ২য় ব্যাচ)	৪০ জন
২৩.	৪র্থ শিল্পবিপ্লব বাস্তবায়নে ইইডি'র ভূমিকা বিষয়ক কর্মশালা (৩ ঘণ্টাব্যাপী)	৪০ জন
২৪.	NIS Software **সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ**	১ জন
২৫.	**গোপনীয় অনুবেদন লিখন, অনুস্বাক্ষর, প্রতিস্বাক্ষর এবং সংরক্ষণ ও কার্যক্রম বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ**	৬৮ জন
২৬.	১১-১৬ তম গ্রেডে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মেট্রো সার্কেল, ঢাকা সার্কেল ও ঢাকা মেট্রো-এর কর্মচারীগণের ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং	৪০ জন

১০.৫ কর্মশালা

২৭.	Disaster Impact Assessment (DIA) & Disaster and Climate Risk Information Platform (DRIP) বিষয়ক কর্মশালা	৩০ জন
২৮.	Contract Termination and Extension according to PPR, STD on e-GP System বিষয়ক ভার্চুয়াল কর্মশালা	৬২ জন
২৯.	সেবা সহজিকরণের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা	৩ জন
৩০.	তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক কর্মশালা	৩৬ জন
৩১.	এটুআই কর্তৃক আয়োজিত সেবা সহজিকরণ বিষয়ক কর্মশালা	৩ জন
৩২.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার বিষয়ক কর্মশালা	২ জন
৩৩.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কর্মশালা	৪৭ জন
৩৪.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা	২ জন
৩৫.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরি/হালনাগাদকরণ কর্মশালা	২৫ জন
	মোট:	৯২২ জন

একাদশ অধ্যায়

(ই-জিপি, ডি-নথি, প্রধান কার্যালয়ে ইন্টারনেট সেবা, স্মার্ট বাংলাদেশ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি)

১১.১ ই-জিপি সিস্টেমে ক্রয়কার্য

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে সরকারি ক্রয়সমূহ অনলাইনে ই-জিপি সিস্টেমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নভেম্বর ২০১৫ তারিখ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক শুভ উদ্বোধন এর মাধ্যমে শিক্ষা অধিদপ্তরের ক্রয় কার্যক্রমসমূহ ই-জিপি সিস্টেমে শুরু করা হয়। বর্তমানে প্রধান কার্যালয়, ৯টি সার্কেল অফিস এবং ৬৫টি জেলা অফিসের মাধ্যমে শতভাগ ক্রয় কাজ ই-জিপি সিস্টেমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমের সাথে ৩৪৪ জন কর্মকর্তা Head of Procuring Entity (HOPE), Authorized Officer (AO)/Reviewer, Organizing Admin, P-Admin Procuring Entity (PE), Authorized User (AU), Tender Evaluation Committee (TEC) Member ও Tender Opening Committee (TOC) Member হিসেবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

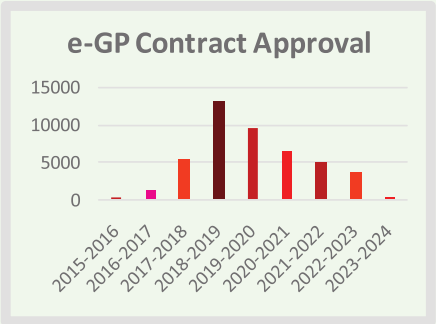

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্রয়কারীগণের (PES) সরকারিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট সমস্যা নিরসনে সহযোগিতা ও প্রকিউরমেন্ট সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকিউরমেন্ট সেল ও হেল্প ডেস্ক নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে পুনঃগঠন করা হলো:

ক্রমিক	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	রোল	ফোন/ মোবাইল/ ই-মেইল
০১	জনাব সমীর কুমার রজক দাস, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রধান কার্যালয়।	আহ্বায়ক	০২-৪১০৫৩৫৩৯, ০১৭১৪-০৮৩ ০০৩ se_ho1@eedmoe.gov.bd, engrsamirdas@gmail.com
০২	জনাব আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (প্রশাসন), প্রধান কার্যালয়।	সদস্য সচিব	০২-৪১০৫৩৫১৭, ০১৭৭৯-১৯৮ ৭২৫ dd_ad@eedmoe.gov.bd
০৩	জনাব মো: আবুল হাসেম সরদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রধান কার্যালয়।	সদস্য	০২-৪১০৫৩৫৬১, ০১৭১১-৩৫১ ২৩৪ se_ho3@eedmoe.gov.bd
০৪	জনাব মীর মুয়াজ্জেম হুসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান কার্যালয়।	সদস্য	০২-৪১০৫৩৫৪০, ০১৫৩৬-১০২ ০৬১ hmirmuazzem@yahoo.com

০৫	জনাব মো: শাহজাহান আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, টাঙ্গাইল জেলা।	সদস্য	০৯২১-৬১৩৪৬, ০১৭১১-০৮০ ৮০৩ ee_tan@eedmoe.gov.bd
০৬	জনাব মো: জাহেদুল করীম, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা জেলা।	সদস্য	০২-২২৪৪৪১৯৩৫, ০১৭১৬-০০২ ৯৮৭ ee_sav@eedmoe.gov.bd
০৭	জনাব ইফতেখার উদ্দিন আহাম্মদ, প্রোগ্রামার, প্রধান কার্যালয়।	সদস্য	০২-৪১০৫৩৫১৯, ০১৭১৪-৩৬৬ ৪৪২ programmer_1@eedmoe.gov.bd
০৮	জনাব মনজুরুল আলম শরীফ, নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর জেলা।	সদস্য	০৮৪১-৬৩৭৭৫, ০১৯৭৭-৩৩৩ ২১১ ee_cha@eedmoe.gov.bd
০৯	জনাব শ্রাবনী চক্রবর্তী, নির্বাহী প্রকৌশলী, লক্ষীপুর জেলা।	সদস্য	০৩৮১-৬২৩৪৪, ০১৮১২-৩৭৯ ৪৮৫ ee_lax@eedmoe.gov.bd
১০	জনাব রতীশ চন্দ্র সেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজবাড়ী জেলা।	সদস্য	০২-৪৭৮৮০৭৬১৩, ০১৭১১-৮৩১ ০৮২ ee_rajb@eedmoe.gov.bd

১১.২ ডি-নথি সিস্টেম

২০১৬ সালে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি দপ্তরসমূহে ই-নথি সিস্টেমে অফিসিয়াল কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতঃপর মন্ত্রিপরিষদ নির্দেশনায় এটুআই এর সর্বিক সহযোগিতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর তার আওতাধীন কর্মচারীদের ই-নথি প্রশিক্ষণ প্রদর্শনপূর্বক প্রস্তুতি গ্রহণ করে ২০১৭-এর জানুয়ারি থেকে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরকে ই-নথি সফ্টওয়্যারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ই-নথি সিস্টেমে দাপ্তরিক কার্যক্রমের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ২০২৩ এর মার্চ সাথে ই-নথি সিস্টেম ডি-নথিতে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৯৬ জন কর্মকর্তা ডি-নথি সিস্টেমে অন্তর্ভূক্ত আছে। ডি-নথি সিস্টেমে দাপ্তরিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের হার ৮০ শতাংশ। এছাড়া, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৯টি সার্কেল ডি-নথি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সিলেট জেলাসহ কয়েকটি অফিস দাপ্তরিক কার্যক্রমসমূহ ডি-নথি সিস্টেমে বাস্তবায়ন করছে।

ডি-নথি

ডি-নথি প্রশিক্ষণ

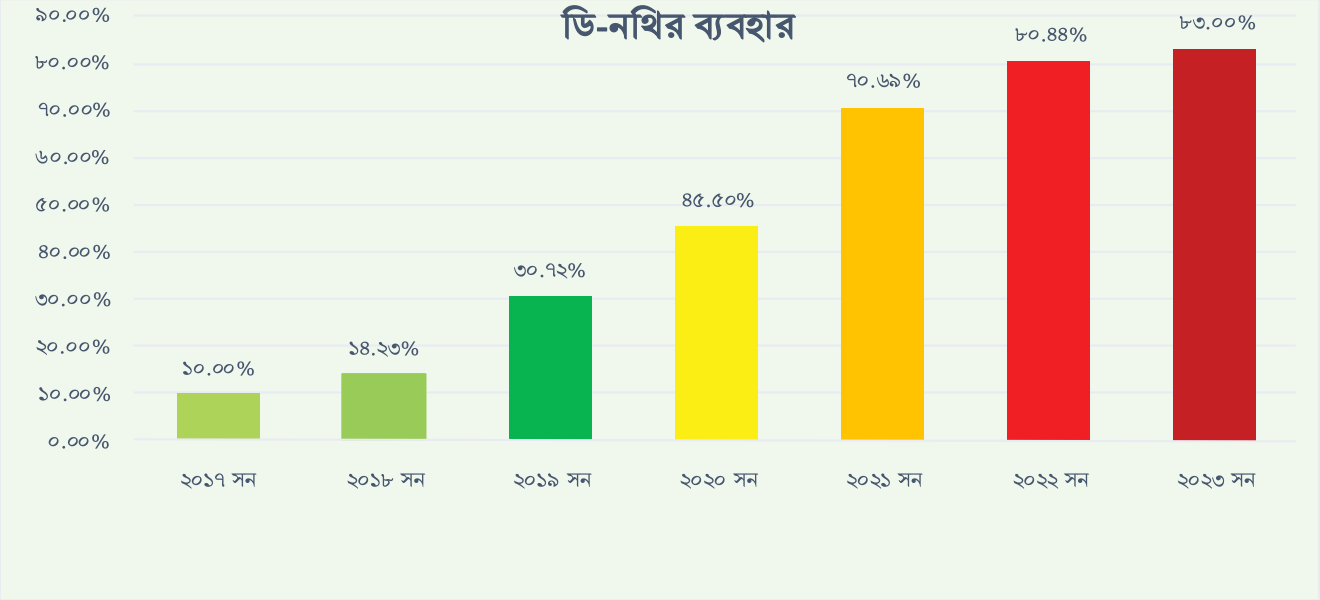

১১.৩ প্রধান কার্যালয়ে ইন্টারনেট সেবা

নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য Desktop এবং Laptop সমূহে LAN Network এর মাধ্যমে Internet সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সার্ভার রুমের মাইক্রোটিক রাউটার হতে Floor ভিত্তিক Switch এর মাধ্যমে নেটওয়ার্কটি বিস্তৃত করা আছে। পাশাপাশি WiFi এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। সার্বক্ষণিক ও নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের জন্য BTCL এর পাশাপাশি Race Online Ltd. একটি ISP কোম্পানি থেকে ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রধান কার্যালয়ের Internet Network Diagram

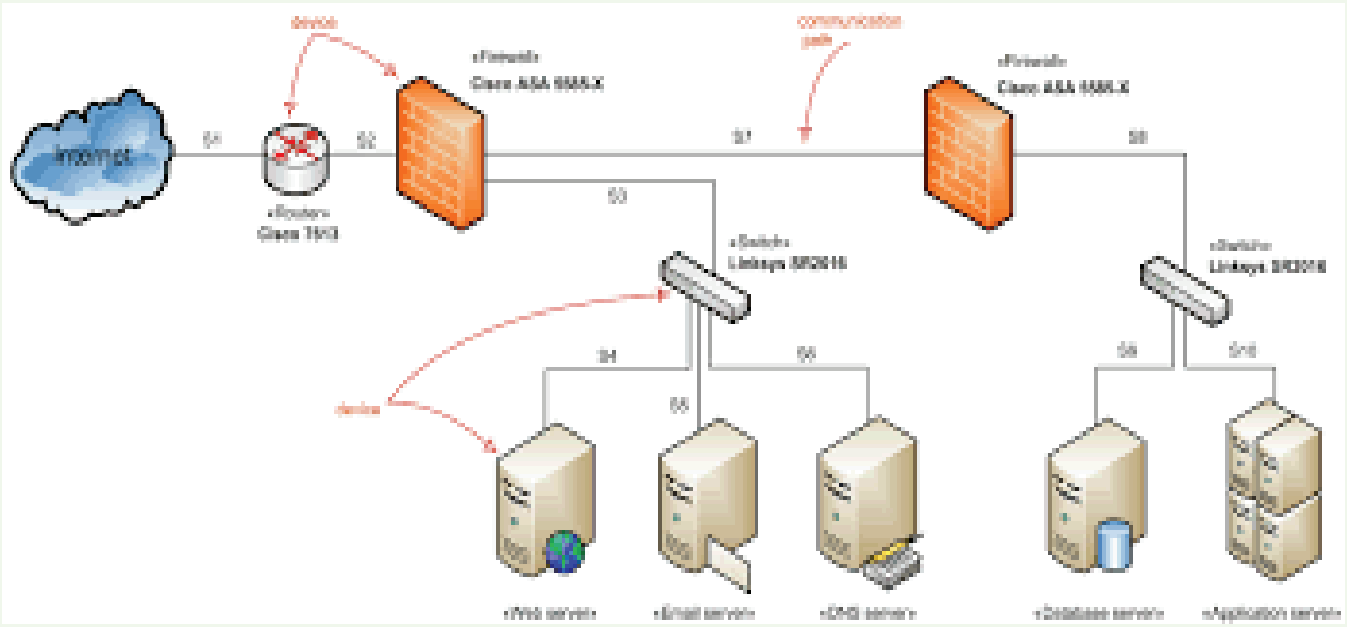

১১.৪ SMART BANGLADESH

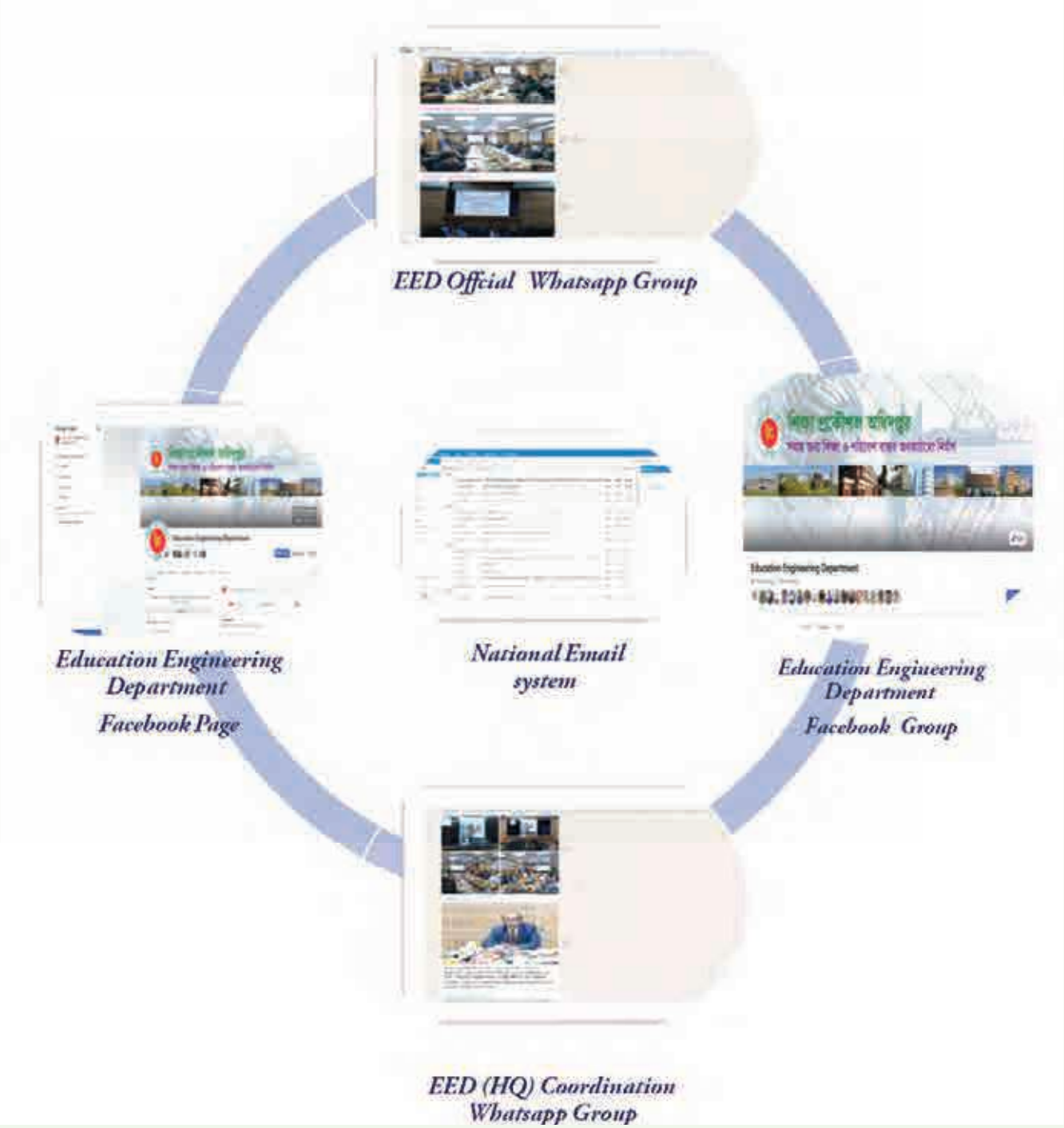

দ্বাদশ অধ্যায়

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় দিবস/অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

১২.১ জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কুচক্রী মহল সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। অন্যান্য বছরের মত ২০২৩ সালেও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়।

১২.২ শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবের কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল। তাঁর জন্ম ১৮ অক্টোবর ১৯৬৪। তিনিও ১৫ই আগস্ট শাহাদাত বরণ করেন। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

১২.৩ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উদ্‌যাপন

দেশের স্বাধীনতার ঊষালগ্নে পাকিস্তানি বর্বর হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা মিলে দেশকে মেধাশূন্য করার হীনলক্ষ্যে তাদের ঘৃণ্য চক্রান্তে এদেশের শিক্ষক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী, ক্রীড়াবিদ, দার্শনিক, মুক্তচিন্তাবিদ, সরকারি কর্মকর্তাসহ বহু মানুষকে হত্যা করে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ১৪ ডিসেম্বর মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

১২.৪ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

১৯৭১ সালে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৬ই ডিসেম্বর যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এই দিনটি জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর বিজয় দিবস উদ্‌যাপন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচির স্থির চিত্র।

১২.৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।

১২.৬ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও শিশু দিবস উদযাপন

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। এই দিবসটিকে সরকারিভাবে জাতির পিতার জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ দিবসটিকে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করে।

১২.৭ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রি দ্বিপ্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে এক তারবার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৭২ সাল থেকে প্রতিবছর ২৬ মার্চ তারিখ দিবসটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ (এস ডি জি অভীষ্ট ১৩)

ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে এর পরিকল্পনা, ডিজাইনিং, পরিবেক্ষণ ও উন্নয়ন কাজ এর পুরোটাই বাস্তবায়ন করে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর। ভবনগুলো যাতে করে অভিঘাত সহনশীল হয়, এজন্য ডিপিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে Disaster Impact Assessment (DIA) করা হয় এবং ভবনসমূহের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন এবং কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে BNBC 2020 কোড অনুসরণ করা হয়, যাতে করে ভবনসমূহ ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনশীল হয়। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর বাংলাদেশের বিভিন্ন উপকূলবর্তী অঞ্চলে এমন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিজাইন এবং কনস্ট্রাকশন করছে, যা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সাইক্লোন শেলটার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন ভবন নির্মাণের সময় এর সাথে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং প্লান্ট, সোলার প্যানেল, এলইডি লাইট, প্রাকৃতিক আলো বাতাস প্রবেশের যথাযথ ব্যবস্থা, যথাযথ ভবন নির্মাণ সামগ্রী এর ব্যবহার এসবই গ্রিন বিল্ডিং টেকনোলজি এর অনুসঙ্গ।

সারাদেশে জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অভিঘাত সহনশীল এবং অভিযোজন সক্ষমতা সম্পন্ন ভবন নির্মাণ করে যাচ্ছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর। এক্ষেত্রে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫ থেকে ২০৩০ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন কৌশল এবং বিএনবিসি ২০২০ অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন সহ ভবন নির্মাণ করছে ইইডি। এ সকল কার্যক্রম এসডিজির অভীষ্ট ১৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.১ কে সরাসরি পূরণে প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পরোক্ষভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে যে সকল অভীষ্টসমূহ

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর জবাবদিহিতা পূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ (এস ডি জি অভীষ্ট ১৬)

এছাড়াও টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরের কার্যকর জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর আবেদন রেখেছে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান আরএডিপি বরাদ্দ পেয়েছে মোট ১৮,১৮৮,৭৭ লক্ষ টাকা। মোট বরাদ্দের ৯৯.৬০৪ শতাংশ বাস্তবায়ন করেছে এ প্রতিষ্ঠান।

জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন (এস ডি জি অভীষ্ট ৫)

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এমন সকল ভবন নির্মাণ করে থাকে যে ভবন গুলো জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিবেচনা করেই নির্মিত হয়। ভবনগুলোতে ছেলেমেয়েদের একসাথে পড়াশোনা করার, মেয়েদের আলাদা কমনরুম এবং মেয়েদের জন্য বিশেষ ওয়াশরুমের

ব্যবস্থা থাকে। জেন্ডার সমতা অর্জনে বিশেষ অবদান রেখেছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর। বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২২ অনুযায়ী প্রায় ৯৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৩২ জন নারী শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অবকাঠামো নির্মাণ থেকে সরাসরি উপকার ভোগী হয়েছে। নারী শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে নারীদের আরও স্বাবলম্বী ও সচেতনতায় মাত্রা যোগ করেছে।

১৪.২ বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত কাজের ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি, ২০২৩-২০২৪ থেকে দেখা যায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এসডিজি এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে বিগত বছরগুলো থেকে সফল এবং ভবিষ্যতের দিনগুলোতেও লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	প্রকৃত অর্জন ২০২২-২৩	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের (স্কুল, কলেজ) নতুন ভবন নির্মাণ ও বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন সমূহের মেরামত, সংস্কার কাজ।	নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	সংখ্যা	১১০৪০	১৩১৮৫	১০৫০০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	ব্যানবেইস ও ইইডির মাঠ পর্যায়ের জরিপ
শিশু, প্রতিবন্ধী, জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সংবলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন মেরামত ও সংস্কার কাজ	সংখ্যা	৪০১৬		৪২০০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	ব্যানবেইস ও ইইডির মাঠ পর্যায়ের জরিপ
	নির্মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের টয়লেট তৈরি	সংখ্যা	৮৯৩০	৯০৪০	৬৫০০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	ইইডির মাঠ পর্যায়ের জরিপ
অনগ্রসর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ।	র‍্যাম্প তৈরি	সংখ্যা	১২৬৭	১৩১১	১০০০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	ইইডির মাঠ পর্যায়ের জরিপ
	নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	সংখ্যা	৩১৮	৩৮৬	৩৫০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	ইইডির মাঠ পর্যায়ের জরিপ

১৫.২ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নতুন দিগন্তঃ মাসিক সমন্বয় সভা

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয়ে প্রতিমাসে আয়োজিত হয় মাসিক সমন্বয় সভা। দপ্তরের সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ, কার্যকারিতা এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং প্রত্যেক কর্মকর্তা কর্মচারীর উপর বণ্টনকৃত কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে এই মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন শুরু করেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বর্তমান প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার। এ মাসিক সমন্বয় সভা অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন, প্রতিবন্ধকতা শনাক্তকরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য উদ্ভাবনী সমাধানগুলোর কৌশল নির্ধারণের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।

এ পর্যন্ত মাসিক সমন্বয় সভাসমূহে এজেন্ডা হিসেবে স্থান পায় নিয়োগ, পদোন্নতি ও শূন্য পদ পূরণ, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন রিপোর্ট ও প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রেরণ, প্রশিক্ষণ, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অভ্যন্তরীণ অডিট, মামলা, কর্মবণ্টন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ ও এ সংক্রান্ত স্মরণিকা প্রকাশ, প্রধান কার্যালয়ের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ও ইজিপি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত, বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি, এসডিজি বাস্তবায়ন, এসিআর জমা প্রদান, ডিজিটাল আর্কাইভ প্রস্তুত ও কম্পিউটার ক্রয়, বিবিধ আলোচনা ইত্যাদি।

শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নে যে নীরব বিপ্লব সারা দেশ জুড়ে চলছে তারই একটি প্রতিফলন হলো এই মাসিক সমন্বয় সভা। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এই সভা থেকে প্রাপ্ত রেজুলেশন এবং পর্যবেক্ষণসমূহ বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য অর্জনে এ প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর অবদান রেখে চলেছে।

ষোড়শ অধ্যায়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক সহস্রাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন শুভ উদ্বোধন

গত ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম. পি, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১৫টি প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় নির্মিত ৯৫২টি প্রতিষ্ঠানের এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ৫টি প্রকল্পে ও কর্মসূচির আওতায় নির্মিত ৩০৭টি প্রতিষ্ঠানসহ সমগ্র বাংলাদেশে ১২৫৯ টি নতুন ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি, কর্তৃক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন উদ্বোধন

একই সাথে ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, এম.পি, মহোদয় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৪৪৬টি প্রতিষ্ঠানের এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় নির্মিত ২৪টি প্রতিষ্ঠানেরসহ সমগ্র বাংলাদেশে ৪৭০টি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ভবনের উপর সমাপ্তকৃত ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

স্থিরচিত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক সহস্রাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন শুভ উদ্বোধন

সপ্তদশ অধ্যায়

আলোকচিত্রে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রধান কার্যালয়ের মাসিক সমন্বয় সভাসমূহের স্থিরচিত্র।

প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত
পিআইসি সভাসমূহের স্থিরচিত্র।

প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার স্থিরচিত্র।

প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার মহোদয়ের সভাপতিত্বে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার স্থিরচিত্র।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার স্থিরচিত্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম জেলায় সফর কর্মসূচিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধনের সাথে ইইডি কর্তৃক নির্মিত ১৮টি শিক্ষা অবকাঠামো উদ্বোধন ও ভিত্তিফলক

প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার মহোদয় কর্তৃক সিলেট জেলা সফরকালে
সার্কেল ও জেলা অফিস পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভার স্থিরচিত্র

প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার মহোদয় কর্তৃক রংপুর জেলা সফরকালে
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভার স্থিরচিত্র

জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার মহোদয় কর্তৃক প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রাপ্তিতে ধানমণ্ডিস্থ
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের হিসাবরক্ষকগণের জন্য আয়োজিত বেসিক ফিন্যান্সাল ম্যানেজমেন্ট ইনক্লুডিং
ডিসপোজাল অব অডিট অবজেকসন্স সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) পদে নিয়োগ প্রাপ্তিতে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ১৬'তম ''বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, ২০২৩'' উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. দীপু মনি, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ কামাল হোসেন, সিনিয়র সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং জনাব মোঃ সোলেমান খান, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নেহাল আহমেদ, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। বর্ণাঢ্য এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের শ্রদ্ধেয় প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত ''টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি, সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তোরণের উপায় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত কর্মশালা''এর স্থিরচিত্র

ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের কুড়িগ্রাম জেলা সফরকালে বিভিন্ন সাইট পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভার স্থিরচিত্র

কুমিল্লা জেলার আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন উদ্বোধন করেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মান্যবর প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার

কুমিল্লা জেলার আওতাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নরসিংদী জেলার আওতাধীন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নবনির্মিত ভবনসমূহ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপুমনি এমপি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের চাঁদপুর জেলার আওতাধীন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নবনির্মিত ভবনসমূহ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের নির্মাণাধীন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম জেলার অফিস ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ জেলার আওয়াতাধীন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্মিত ভবনসমূহের শুভ উদ্বোধন করেন।

রামশীল কলেজের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্র হোস্টেল।

ফারুক খান উচ্চ বিদ্যালয়, মুকসুদপুর গোপালগঞ্জ।

রাজশাহী জেলায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে নবনির্মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের
ভবনসমূহ ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন করেন।

ময়মনসিংহ জেলায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে নবনির্মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহ
১১ মার্চ ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন করেন।

ময়মনসিংহ জেলায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে নব-নির্মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহ
১১ মার্চ ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন করেন।

চট্টগ্রাম জেলায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে নবনির্মিত ৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহ
০৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন করেন।

ময়মনসিংহ জেলায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে নবনির্মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহ
১১ মার্চ ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন করেন।

চট্টগ্রাম জেলায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে নবনির্মিত ঐতিহাসিক ৬ দফা মঞ্চ (লালদিঘি ময়দান) ও ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহ ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন করেন।

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়ার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নব-নির্মিত
৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহ ০৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধন।